গণতন্ত্র

For the Students • By the Students • Of the Students

August, 2023 রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা Vol. No 4, issue no. - 1

INDIA@76

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

ভারতীয় রাজনীতি সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি

(Indian Politics: Emerging Trends)

১. মিডিয়া ও ভারতীয় রাজনীতি

২. বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা

৩. একদলীয় প্রাধান্য কারী ব্যবস্থা না আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি: ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে

৪. রাজনৈতিক দল ও ভোট কুশলী ব্যবস্থাপক সম্পর্ক: চিরাচরিত প্রচার প্রক্রিয়া কি বদলাচ্ছে

নিয়মিত বিভাগ

- শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
- সাম্প্রতিক ইস্যু
- ক্যুইজ
- পুস্তক পর্যালোচনা
- বিভাগীয় অন্দরমহল
- প্রাক্তনীর কলমে

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তুভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক। মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ১৫, আগস্ট ২০২৩

চতুর্থ ভলিউম, প্রথম ইস্যু।

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link : https://karimpurpannadevicollege.ac.in/emagazine/

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ-

রাজনীতির গুণগতমানের পরিবর্তনই কাঙ্খিত

শ্রদ্ধা

১।অ্যাডাম স্মিথ: তিনশত বছর পরেও যার অবদান অনস্বীকার্য • অসম রেজা

২। রণজিৎ গুহ • সুপ্রভাত ঘোষ

সাম্প্রতিক ইস্যু

১। মণিপুরের সমস্যা: সমস্যার উৎসে • রুবিনা খাতুন

২। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন@2023: ট্রাডিশনের শেষ কোথায়? • মিলন মন্ডল

৩। বিচারপতি নিয়োগ, কলেজিয়াম ব্যবস্থা ও একটি বিতর্ক: ভারতীয় প্রেক্ষাপট • শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

১। মিডিয়া ও রাজনীতি • জাহেরা খাতুন

২। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা: ভারতীয় শাসনব্যবস্থার নব দিগন্ত • তোতন হালদার

৩। একদলীয় প্রাধান্যকারী ব্যবস্থা না আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি : ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে • শ্রী সুদাম দেবনাথ

৪। রাজনৈতিক দল ও ভোট কুশলী ব্যবস্থাপক সম্পর্ক: চিরায়ত ভোট প্রচার প্রক্রিয়া কি বদলাচ্ছে? • প্রসেনজিৎ সাহা

বিভাগের অন্দরমহল

প্রাক্তনীর কলমে

সৌম্যদ্বীপ কর্মকার

পুস্তক পর্যালোচনা

• ফারহিন খাতুন

ক্যুইজ বিভাগ

• সৌরভ স্বর্ণকার

ষষ্ঠ সেমিস্টার এর গবেষণা প্রবন্ধ নির্ধারিত টপিক ও গবেষকদের তালিকা

ক্যুইজের উত্তর

সম্পাদকীয়

রাজনীতির গুণগতমানের পরিবর্তনই কাঙ্খিত

৭৫ পেরিয়ে ৭৬, ৭৬ পেরিয়ে ৭৭। ভারতবর্ষের অনেকটা দিন সম্পন্ন হল। সংখ্যা যত বাড়ছে অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্রের বয়স যত বাড়ছে রাজনীতির প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা এবং হতাশা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। রাজনৈতিক দল সর্বস্ব ভারতীয় গণতন্ত্র অনেক রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয় না। আইন এবং শাসন বিভাগের প্রতি সাধারণ ভারতীয়দের আস্থা ক্রমশ তলানিতে। স্বাভাবিকভাবেই এর জায়গা নিচ্ছে বিচার বিভাগ কখনো কখনো লক্ষণ রেখা অতিক্রম করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু বাংলা থেকে মনিপুর বা উত্তর প্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই শাসন এবং আইন বিভাগের ক্ষমতা দখলের জন্য যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাক্ষী ভারতীয়রা হচ্ছেন তা মোটেও সুখকর নয়। বলা যেতে পারে বিচার বিভাগই এখন অনেকটা প্রশাসন পরিচালনা করছে ন্যায়ের সঙ্গে। এটি ভারতবর্ষে এখন বাস্তব। ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুমুখী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একদলীয় ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় বহুদলীয় থেকে আবার একদলীয় আবার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য বৃদ্ধি সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট চিত্রনাট্য। আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সকলেই এখন বাস্তব রাজনীতিতে শামিল। বাস্তবতার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক যে খুব একটা ভালো নয়, এটা আমরা অনেকেই জানি। ক্ষমতা বাস্তব নৈতিকতা নয়। এরই মাঝখানে বিগত 10-15 বছরে প্রযুক্তি পেশাদারিত্ব এবং পরামর্শদানকারী সংস্থাগুলির রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভোটের কৌশলী প্রচার ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত রাজনৈতিক দলের দলীয় কর্মীদের সংগঠন জনসংযোগ প্রায় পুরোটাই নির্ধারিত হচ্ছে অরাজনৈতিক পেশাদারী সংস্থার দ্বারা। দলগুলিও তাদের নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সমাজ মাধ্যমের ব্যাপকতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে রাজনীতিমুখী করার এক হুরুতর প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৪ এর নির্বাচন আসন্ন। সব রাজনৈতিক দলগুলি এখন রাজনৈতিক সমীকরণে ব্যস্ত। ক্ষমতা দখলের কৌশল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর রাজনৈতিক ভাবে টিকে থাকার কৌশলের

পরিবর্তন হয়নি। সেই হিংসা সেই বিভেদ মূলক রাজনীতি আজও ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। এটা নিয়ে সত্যিই ভাববার সময় এসেছে বলে মনে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত ই পত্রিকা গণতন্ত্রের চতুর্থ বছরের প্রথম ইস্যু আমরা উৎসর্গ করলাম আমাদের বিভাগের শিক্ষার্থী শ্রী বিক্রম হালদারের প্রতি যে গত জুলাই মাসের ২৭ তারিখে দেহ রেখেছেন ২০২১ সালে বিক্রম কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে বেরোয়। এছাড়াও নিয়মিত বিভাগগুলি শিক্ষার্থীরা আলোচনা করেছেন। মনিপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সবটাই এবারের ম্যাগাজিনে আলোচিত হয়েছে এবং সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন তারও সংক্ষিপ্ত ধারাকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

২০২৩ এর এপ্রিলে করিমপুর পান্নাদেবী কলেজে প্রথমবার National Assessment and Accreditation Council (NAAC) পরিদর্শন সম্পন্ন হল যা এই কলেজের ৫৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম। কলেজ এক্ষেত্রে B+ গ্রেড পেয়েছে যা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত নদীয়া জেলার কলেজগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। তারও কিছু চিত্র এখানে ধরা রইল।

বিশেষ উৎসর্গ পত্র

শ্রী বিক্রম হালদার

জন্ম ২২.০২.২০০০ **মৃত্যু ২৭.০৭.২০২৩**

পিতা বিশ্বজিৎ হালদার **মাতা চিন্তা হালদার**

বড় অসময়ে চলে গেল অন্য এক লোকে। কি জানি কেমন আছে? এখানে তো ভালোই ছিল। তিনটে বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স নিয়ে পড়াশোনা। তারপর কলেজের এনসিসির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হওয়ার এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় অনেকটাই দায়িত্ব পালন করা। খুব মেধাবী না হলেও শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল শ্রদ্ধা। এবং আনুগত্য । রাস্তায় দেখা হলে অথবা ক্লাসে অথবা যদি কখনো বা কিছু জিজ্ঞাসা করার হত একেবারে বিনয়ের সঙ্গে মার্জিত শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতো। অন্যান্য প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা ওদের সঙ্গে পড়াশোনা করত তারা 2021 সালে প্রথম সি বি সি এস এর ব্যাচে উত্তীর্ণ হয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়। কিন্তু এনসিসির কারণে বিক্রম প্রায়ই কলেজে আসত কথা বলতো। আর বলতো কি নিদারুণ দারিদ্র যন্ত্রণা এবং একটা কর্মের সন্ধানে ওকে কি সাংঘাতিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাও কষ্ট করে চালিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ শরীর খারাপ মাত্র। তিনটে দিন হাসপাতালে তারপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বহরমপুর হাসপাতালে। সৎ চরিত্রের শিক্ষার্থী পাওয়া আজকের দিনে একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের বিভাগ বিক্রমকে পেয়ে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছিল। কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমাদের বেশিদিন টিকলো না। বিক্রমের বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা এবং মঙ্গলময় এর কাছে ওর শান্তি কামনা করি।

শ্রদ্ধা নিবেদনে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিবার

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

অ্যাডাম স্মিথ: তিনশত বছর পরেও যার অবদান অনস্বীকার্য

(৫ই জুন ১৭২৩- ১৭ই জুলাই ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ)

অসম রেজা, তৃতীয় সেমিস্টার, স্নাতকোত্তর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা :-

অ্যাডাম স্মিথ, একজন বিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ, প্রায়শই আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসাবে বিবেচিত হন। স্কটল্যান্ডের কির্কক্যাল্ডিতে 5 জুন, 1723 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, স্মিথের গভীর ধারণা এবং প্রভাবশালী কাজগুলি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। 1776 সালে প্রকাশিত তার যুগান্তকারী বই, "দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস", অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে, মুক্ত-বাজার নীতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে। এই নিবন্ধটি অ্যাডাম স্মিথের জীবন, ধারণা এবং উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করে, যেভাবে আমরা আজকে অর্থনীতিকে বুঝতে পারি তা গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

শুরুর জীবন:

অ্যাডাম স্মিথের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি বিনয়ী পরিবারে। তার জন্মের কিছুদিন আগে তার বাবা মারা যান, তাকে তার মায়ের কাছে লালন-পালন করার জন্য রেখে যান। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, স্মিথ একটি কঠিন শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং অল্প বয়স থেকেই ব্যতিক্রমী বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরে অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজে পড়াশোনা করেন। তার একাডেমিক সাধনা অর্থনীতি এবং দর্শনে তার ভবিষ্যতের কৃতিত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

18 শতক ছিল আলোকিতকরণ দ্বারা চিহ্নিত একটি সময়, একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন যা যুক্তি, বিজ্ঞান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা উদযাপন করেছিল। অ্যাডাম স্মিথ সহকর্মী স্কটিশ দার্শনিক

ডেভিড হিউমের ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, যার অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণ এবং সংশয়বাদের উপর জোর দেওয়া স্মিথের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির আকার ধারণ করেছিল। এনলাইটেনমেন্ট আদর্শ স্মিথের সাথে অনুরণিত হয়েছিল এবং তিনি অর্থনীতি ও সমাজের কাজগুলি বোঝার জন্য যুক্তিযুক্ত অনুসন্ধান প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

"দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস" এর আগে, স্মিথ 1759 সালে তার প্রথম প্রধান কাজ "নৈতিক অনুভূতির তত্ত্ব" প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটিতে, তিনি মানুষের নৈতিকতার প্রকৃতি এবং মানুষের আচরণ গঠনে সহানুভূতির ভূমিকা অন্বেষণ করেছিলেন। স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিরা অন্যদের কাছ থেকে নৈতিক অনুমোদনের জন্য একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়, যা সামাজিক সংহতি এবং সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব:

অ্যাডাম স্মিথের সেরা রচনা, "জাতির সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণগুলির অনুসন্ধান", যা সাধারণত "জাতির সম্পদ" হিসাবে পরিচিত, 1776 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। স্মিথ "অদৃশ্য হাত" এর ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিরা একটি মুক্ত বাজারে তাদের স্বার্থ অনুসরণ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে সমাজের বৃহত্তর ভালোকে প্রচার করবে যেন একটি অদৃশ্য হাত দ্বারা পরিচালিত হয়।

"The Wealth of Nations" বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি, যেমন শ্রমের বিভাজন, উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। স্মিথ তার সময়ে প্রচলিত বণিকবাদী নীতিরও সমালোচনা করেছিলেন, মুক্ত বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিলেন।

অবদান:

অ্যাডাম স্মিথের ধারণাগুলি পরবর্তী প্রজন্মের অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মুক্ত-বাজার পুঁজিবাদ এবং সীমিত সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে তার সমর্থন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নীতির বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। "অদৃশ্য হাত" সম্পর্কে স্মিথের ধারণাটি বাজারের দক্ষতা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণের আশেপাশের আলোচনায় একটি কেন্দ্রীয় নীতি হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।

সমালোচনা এবং চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক তত্ত্বে অ্যাডাম স্মিথের অবদান প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা আজ প্রায়শই বাজার শক্তির গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মানব আচরণের জটিলতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য তার লেখাগুলিকে উল্লেখ করেন।

উপসংহার:

আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসেবে অ্যাডাম স্মিথের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার একটি স্থায়ী। তার ধারণা এবং তত্ত্বগুলি কেবল অর্থনীতির শৃঙ্খলাকেই আকৃতি দেয়নি বরং সরকারের ভূমিকা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক কল্যাণের উপর বিস্তৃত আলোচনাকেও প্রভাবিত করেছে। মুক্ত বাজার, আত্মস্বার্থ এবং অদৃশ্য হাতের উপর তার জোর অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে একইভাবে অনুরণিত হচ্ছে। আমরা আধুনিক বিশ্বের জটিলতা নেভিগেট করার সময়, অ্যাডাম স্মিথের অগ্রগামী কাজগুলি অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা এবং যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের একটি কালজয়ী আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে।

রণজিৎ গুহ (১৯২৩, ২শে মে-২০২৩, ২৮শে এপ্রিল)

বর্ষা খাতুন, তৃতীয় সেমিস্টার, স্নাতকোত্তর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

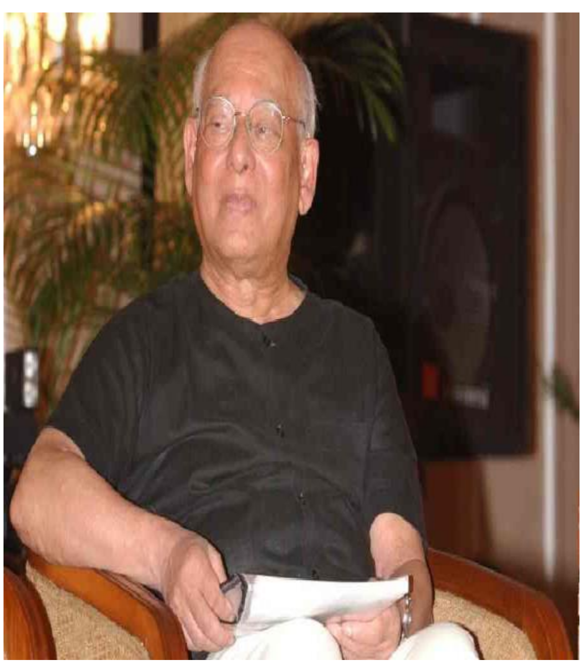

কর্মজীবন ও পথচলার শুরু: ২০২২-এর ২৩ মে ৯৯-এ পা রেখেছিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দোরগোড়ায় এসে, ২৮ এপ্রিল, শুক্রবার সন্ধ্যায় চলে গেলেন ইতিহাসবিদ-তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা উডসের বাসভবনে স্ত্রী মেখথিল্ড এবং পরিচর্যাকারীরা শেষ সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বঙ্গের বাখরগঞ্জ বরিশাল এলাকার সিদ্ধকাটি গ্রামে গুহ-বকসীদের খাস তালুকদার বংশের রনজিৎ গুহ-র জন্ম। ১৯৫৯-এ এ দেশ ছাড়ার পরে ব্রিটেনের

ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যাপনা করেন। এক সময় কলকাতায় সিপিআই-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন রণজিৎ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র থাকাকালে ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরে প্যারিসে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন। এরপর সাইবেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও চীন বিপ্লব স্বচক্ষে জরিপ করেন দলের প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত অনুপ্রেবেশের বিরোধিতায় তিনি দল ছাড়েন। তত দিনে অবশ্য তার লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। দলীয় মুখপত্রে 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প' নামে একটি লেখা লেখেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনের তাত্ত্বিক ভাবনা নিয়ে লেখেন অসম্পূর্ণ ধারাবাহিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাল পড়ান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা থাকলেও নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাকে ছাত্র হিসেবে নেননি। পরে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডের সাসেক্সে। সেখানকার গবেষণা 'আ রুল অফ প্রপার্টি' নামে পরে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে সাবঅলটার্ন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হলেন রণজিৎ গুহ, পরের বছর থেকে তা অক্সফোর্ড প্রকাশও করতে থাকল। তাঁর মতে, ভারতীয় ইতিহাস-লিখন এক বদ্ধতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেন না তা উচ্চবর্গকে স্বতঃসিদ্ধ আলোচনা-বিষয় হিসেবে ধরে নেয়। বিকল্প হিসেবে রণজিৎ বলেন, নিম্নবর্গের দিকে ইতিহাসকারকে চোখ ফেরাতে হবে। তার ব্যক্তিক চৈতন্য, বিদ্রোহী মানস ও আদিসত্তার প্রকরণগুলো আলোকপর্বের গোঁড়ামো কাটিয়ে ইতিহাসবিদকে পড়তে হবে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড ও ডেভিড হার্ডিম্যান ছিলেন রণজিৎ গুহ'র প্রস্তাবিত সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীতে। আশির দশকে গ্রামশি, ফুকো, রলা বার্ত ও ক্লদ লেভি স্ত্রসের গঠনবাদের ভিত্তিতে নিজের কিছু টিপ্পনী যোগ করে, অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের একটি কাঠামো তৈরি করলেন রণজিৎ গুহ। শুধু ভারত নয়, জাপান বা ল্যাটিন আমেরিকাতেও এই সাবঅলটার্ন শাখা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বিতর্কে যোগ দেন, সাবঅলটার্ন কর্তৃত্ব ও এলিট আধিপত্যের নয়া সমালোচনা করেন তিনি। নব্বই দশকের আগেই রণজিৎ গুহ নৃতত্ত্ব পড়াতে ক্যানবেরায় যান। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর কুশীলব চরিত্র থেকে অবসর নেন। ধীরে ধীরে ভাষাদর্শন নিয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন। বিষয়মাধ্যম হিসেবে উঠে এল বাংলা ভাষা, ভাবনায় এলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বা সমর সেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, হাইডেগারের প্রপঞ্চদর্শন ও

হেগেলের ভাববাদ ততদিনে তার প্রিয় বিষয়। নতুন শতকে একে তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবসরে কাটাতে চলে যান। তাঁর লেখা ‘আ রুল অফ প্রপার্টি’, ‘ইলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পেসেন্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া’, ‘হিস্ট্রি অ্যাট দ্য লিমিট অফ ওয়ার্ল্ড-হিস্ট্রি’, ‘আন ইন্ডিয়ান হিস্টিরিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া: আ নাইন্টিথ সেঞ্চুরি’, ‘ডমিন্যান্স উইথআউট হেজেমোনি: হিস্ট্রি অ্যান্ড পাওয়ার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া’, ‘দ্য স্মল ভয়েস অব হিস্ট্রি’, ‘রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা’, ‘প্রেম না প্রতারণা’, ‘কবির নাম ও সর্বনাম’ এবং ‘ছয় ঋতুর গান’ থেকে যাবে এই পৃথিবীর ইতিহাসের অংশ হয়ে।

সৃষ্টিশীলতার ব্যাপ্তি:

“আমার ধারণা, তপন রায়চৌধুরী যেমন প্রথম থেকেই ইতিহাসকে সাহিত্য হিসেবে পড়তে চেয়েছিলেন, তেমনি রণজিৎ গুহ সাহিত্যকে ইতিহাস, রাজনীতি এবং শেষপর্যন্ত প্রজ্ঞাময় দর্শন হিসেবে। ক্ষমতার সম্পর্ক সেখানে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনীতি থেকে নীতি, এবং নীতি থেকে রাজনীতিতে অনায়াসে যাতায়াত করেন। হাইডেগারের অস্তিত্ববাদ তাঁকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে কি না জানি না, কিন্তু আমরা লক্ষ করব মানবচৈতন্য ক্রমশ তাঁর রচনার মূল দীপক হয়ে উঠছে।” [চিন্ময় গুহ “দেশ পত্রিকা”]

চিন্ময়বাবু যে মানবচৈতন্যের কথা এখানে বলেছেন, তার স্থান মানবাধিকারের উপরে।যার মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে মানবচৈতন্য বা ইংরেজিতে তাকে আমরা বলতে পারি ‘Human Consciousness’. আজীবন নিপীড়িতের ইতিহাস, সাহিত্যের উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ, অথবা রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, শিল্পের ইতিহাস বা সংস্কৃতিপাঠ—সবেতেই এই ‘মানবচেতনা’র কথা বলে গিয়েছেন রণজিৎ গুহ। ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে থাকা শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী, নিম্নবর্ণ, স্ত্রীলোক—আজীবন এঁদের কথাই বলেছেন, তাঁর ‘নিম্নবর্গের পাঠ’ তারই প্রামাণ্য নথি। সারা বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচিতি বলতে গেলে এই “Subaltern strategy”.

ইতিহাসের নতুন ধারার স্রষ্টাঃ সারা পৃথিবী একডাকে তাঁকে ইতিহাসবিদ বলে চিনলেও, তিনি শুধু ইতিহাসবিদ নন বিশ্ববরেণ্য এক তাত্ত্বিক এক অনন্য এক মেধাজিবী। তাঁর ইতিহাসের লেখাপত্র আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখার পড়ুয়াদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছে বহু দিন থেকেই। রণজিৎ

গুহ-র নেতৃত্বে, মার্ক্সীয় চিন্তার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত, কিন্তু এক ভিন্ন তাত্ত্বিকতায় উন্নীত এই ইতিহাস-ধারা আমাদের এতদিনকার ইতিহাসের চাপা পড়ে যাওয়া আওয়াজকে তুলে আনতে চেষ্টা করে। এই কারণে, তাঁর প্রথম বই প্রকাশ ১৯৬৩ সালে ঘটলেও ১৯৮২ সালে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশই রণজিৎ গুহ-র খ্যাতির প্রধান ভিত্তি। পরবর্তী জীবনে বাংলায় তিনি বেশ কিছু মৌলিক ইতিহাস রচনা করেছেন, যেগুলির ইংরেজি অনুবাদ এখনও পর্যন্ত হয়নি। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী ইতিহাসের সমস্ত রচনা ও সাহিত্য-বিষয়ক সমস্ত লেখা সর্বপ্রথম দুটি খণ্ডে সংকলিত করেছে আনন্দ পাবলিশার্স।

সাহিত্য-সমাজ- ইতিহাসঃ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের বাইরে সাহিত্য নিয়েও অনেক লিখেছেন তিনি, লেখক-জীবনের গোড়া থেকেই। প্রথম দিকের সেই সব লেখার পর আবার পুরোদস্তুর সাহিত্যচর্চায় তিনি মন দেন ২০০৯ সাল থেকে, যখন মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি সাহিত্য-আলোচনার বই। ইতিহাস ও তত্ত্বের মধ্যে তাঁর চিন্তা-উদ্ভাবনের যে অনায়াস প্রয়োগ আমরা দেখেছি, সাহিত্যপাঠে ঠিক তেমনই মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। গতানুগতিক সাহিত্য-জগতের বাইরে তাঁর বিচরণ, কিন্তু বাংলার সাহিত্য-জগতের নানা পরিচিত লেখক ও লেখাকে তিনি তাঁর আলোচনায় নিয়ে এলেন। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রকৃতির সঙ্গে আত্ম-র সম্পর্ক কী ভাবে আবর্তিত হয়, রণজিৎ গুহ-র সাহিত্য আলোচনার প্রধান সন্ধান হয়ে উঠল সেটাই। 'বুদ্ধদেব ও সুধীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্য-আলোচনায় দেশ-বিদেশ অতীত-নিকট দাপিয়ে এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ ঘটেনি' - বলেছেন অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী।

অমর্ত্য সেন অনেক আগেই তাঁকে বলেছেন, 'বিশ শতকের সবচেয়ে সৃজনশীল ভারতীয় ঐতিহাসিক'। রণজিৎ দুই দশক ধরে অস্ট্রিয়ায় অবসর জীবনযাপন করছেন, তার আগে কয়েক দশক ক্যানবেরার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাদের স্মৃতির বাইরে রয়ে গেছেন বা চর্চার মধ্যে নেই। বরং তাঁর একাডেমিক কাজগুলো সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠিত হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে নতুন চিন্তা ও তত্ত্বের অভিমুখ খুলে দিচ্ছে।

উপসংহার: কিন্তু, যাঁদের জন্য রণজিৎ গুহ আজীবন কথা বলেছেন, সেই নিচুতলার মানুষদের কাছে কি তাঁর আওয়াজ পৌঁছেছে? কী করে পৌঁছবে? তার পথ তো ভণ্ড দেশনায়ক, মিথ্যা শিক্ষার কারিগরেরা চোখে ঠুলি পরিয়ে, মেরুদণ্ড ভেঙে বন্ধ করে রেখেছেন। যে অপ্রচলিত পথের সন্ধানী, সে ছাড়া আর কেউ তাঁর খোঁজ করবে না এখন, হতাশাজনক হলেও এটাই বাস্তব। চিন্ময় গুহ বলেন, "রণজিৎ গুহ কোনওদিনই প্রচলিত পথের সন্ধান দেন না, তাঁর লেখা নতুন করে ভাবতে শেখায়, সর্বজনগ্রাহ্য বিচারপদ্ধতির বাইরে গিয়ে, প্রচলিত চিন্তার পটচিত্র ভেঙে, আদিকল্পের জট ছাড়িয়ে নতুন প্রশ্ন তুলতে চায়।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে রণজিৎ গুহ'র বিশ্লেষণ কতখানি প্রযোজ্য তা বিবেচক-পাঠককে নতুন করে বুঝিয়ে দেওয়া কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইতিহাস সত্য-মিথ্যা, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি, ভালো-মন্দ সব মিলিয়ে অতীতের একটা সম্ভাব্য ডাইমেনশন-এ নিয়ে চলে। অতীত যেহেতু অনেকাংশে বর্তমানের নিয়ামক, তার পর্যবেক্ষণ সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন পড়ে; রণজিৎবাবুর মতো ইতিহাসবিদরা এই কাজটিই দায়িত্ব নিয়ে করে গিয়েছেন। আর রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারীরা দায়িত্ব নিয়ে স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রমে জল ঢেলে দিয়েছেন বারবার। কোনও নির্দিষ্ট জাতি, বর্ণ বা শ্রেণী নয়, আমরা সবাই আজ নীচুতলার মানুষ। ক্রমাগত শোষণে অনেককাল আগেই আমাদের 'মানবচৈতন্য' ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। একদল রাজনীতিক, ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী, বিত্তবানরা যেভাবে ইতিহাস বিকৃত করে চলে, তাতে বারবার কানে বাজে রণজিৎ গুহ'র একটি সতর্কবার্তা—'আমরা ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি'।

রাজনীতি থেকে মানবনীতির এ-হেন অন্বেষার অক্ষে 'গ্লোবাল' ও 'লোকাল' ভেদ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। চৈতন্যের ইতিবৃত্ত রচনার কাছে নিবেদিত এক বাঙালি মেধা জীবীর মমত্ববোধ বহুজনীন হয়ে ওঠে। দীর্ঘ আয়ু এবং ততোধিক কর্মবহুল জীবন সত্ত্বেও রণজিৎ গুহের বৌদ্ধিক যাত্রা কিছুটা অসম্পূর্ণ বটেই। তবে আমার মনে হয় তিনি এমনটাই চেয়েছিলেন। নিজে প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের প্রশ্ন তুলতে শিখিয়েছেন । যে সবের অনেক ক্ষেত্রেই সে ভাবে উত্তর থাকে না। ওটাই তাঁর ধারা। সন্দেহ প্রবণতার দূতই যেন যেন তাকে ভিয়েনা উডসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিক ইস্যু

মণিপুরের সমস্যা: সমস্যার উৎসে

রুবিনা খাতুন, চতুর্থ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

অবস্থান ও জাতিবিন্যাস:

মনিপুর হল উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল।এই রাজ্যের উত্তরে নাগাল্যান্ড,দক্ষিণে মিজোরাম,পশ্চিমে আসাম ও পূর্ব দিকে মায়ানমার এই রাজ্যের আয়তন ২২,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার (৮,৬২১ বর্গমাইল)। মণিপুরের মাত্র ১০% ভূভাগে অবস্থিত ইম্ফল উপত্যকা। কিন্তু হোটেল, আধুনিক হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, পর্যটন শিল্প, শপিং মল ইত্যাদি যাবতীয় কিছু যা,জীবনকে করে অর্থপূর্ণ, তা সবই এ উপত্যকায়। এবং সেখানেই বাস মেতেই জাতির মানুষের। তারা মনিপুরের বাসিন্দাদের ৫৩ শতাংশ। অথচ ওই দূর পাহাড়ের আনাচ-কানাচই হলো মনিপুরের ৯০% আয়তন সেখানকার বাসিন্দা নাগা (২৪ শতাংশ) এবং কুকি (১৬ শতাংশ) উপজাতি। বর্তমানে তীব্র গন্ডগোল চলছে মণিপুরে।

মণিপুরের বর্তমান অবস্থা :-

বর্তমানে মনিপুরের খুব খারাপ অবস্থা। উচ্চতম শ্রেণী বলে পরিগণিত মেতেইদের সঙ্গে পাহাড়ি যোদ্ধা কুকিদের। মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। মে মাসের শুরু থেকে চলছে মেতেই বনাম কুকি খণ্ডযুদ্ধ, এবং সেইসঙ্গে পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকায় প্রবেশের জাতীয় সড়কে অবরোধ, যার ফলে ওষুধের দোকান প্রায় বন্ধ এবং ঘরে ঘরে খাদ্যাভাব। ঘোর সমস্যা হয়েছে ৫০০ অধিক জখম হওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে, যাদের সেবার জন্য না আছে ডাক্তার না আছে নার্স না আছে ওষুধ আবার সরকার থেকে ইন্টারনেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে পাহাড়ি পথ গর্ত করে বাসিন্দাদেরই একাংশ তাদের করে দিয়েছে। গাড়ি চলাচলের অযোগ্য।

এদিকে রাজ্যের আইন অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত বলে সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী মেইতেরা (উপজাতি নয়) ওই ৯০ শতাংশ উপজাতি অঞ্চলে বসবাস করতে পারেন না, কিন্তু উপজাতিরা চাইলে ইম্ফল উপত্যকায় বসবাস করতে পারেন। এই বৈষম্যের কারণে এবং যেখানে

যে সংখ্যায় ভারী সেখানে সেই আইন এই মতবাদ অনুসরণ করে রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ এখন ঘর ছাড়া। এই সমস্যার সমাধানে প্রশাসন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে তাছাড়া পথে বা ঘরে নাগরিকদের উপর যখন তখন আক্রমণের সম্ভাবনা তো আছেই। কারণ মণিপুর হলো ভারত ও মায়ানমারের অবস্থিত অনেকগুলি জঙ্গি সংগঠনের বিচরণভূমি এবং অস্ত্রের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আগেও ছিল না, এখনও নেই।

সমস্যার মূল: জাতিগতদ্বন্দ্ব

মেইতেইরা পাহাড়ে জমি দখল করতে পারে না। কারণ, তারাই ছিল প্রাক স্বাধীনতা কালে মণিপুরের শাসক এবং শুরু থেকেই উপজাতি বলে চিহ্নিত ছিল না। কিন্তু এখন তারা তপশিলি উপজাতি রূপে চিহ্নিত হতে আগ্রহী।কারণ, তা হলে কুকি বা নাগা পার্বত্য জনপদে বসতি স্থাপনে মেইতেইরা হবে দায়বিহীন। এই আবেদনটি মনিপুর হাইকোটে জমা পড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে অতঃপর হাইকোর্টের একক বেঞ্চ থেকে বলা হয়, মেইতেইদের তপশিলি ভুক্ত উপজাতি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হোক। আর সেটাই হলো বারুদের স্তূপে নিক্ষেপ করা জ্বলন্ত কাঠিটি।এর মূলত কুকি তরুণরা পথে বেরোই এক একতা যাত্রার ব্যানারে গন্ডগোলের সূত্রপাত ইম্ফল থেকে ৬৫ কিমি দূরে চোরাচাঁদপুর জেলায় সেখানে মে মাসের শুরুতে বীরেন সিংহের যাওয়ার কথা ছিল। একটি ব্যায়ামগার উদ্বোধনের জন্য, তাতেই আগুন ধরিয়ে দেয় কুকি তরুণরা। ইম্ফল উপত্যকায় চুরাচাঁদপুর এক বড় কুকিদের এক বড় ঘাটি। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যেই নতুন করে হিংসা শুরু হয়েছে মণিপুরে।এখনো পর্যন্ত সেখানে জাতিগত বিরোধ ৭০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু এই জাতিগত বিরোধ কেন, তা জানতে গিয়ে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জাতিবৈরিতা ও 'এথনিক ভায়োলেন্স' সম্পর্কে রাজনীতি শাস্ত্রের পন্ডিতরা বলেন, জাতিদ্বন্দ্বের মূল কারণ হলো- এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিচার করে নিছক অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সে দিক থেকে মণিপুরে বিভিন্ন জাতির মধ্য পারস্পারিক অতীত সম্পর্কের মধ্য তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই নেই। মেইতেইরা ভাবিত, রাজ্যের মাত্র এক দশমাংশ আয়তনে তারা কতদিন বন্দী হয়ে থাকতে পারবে! নাগারা মনিপুরের দ্বিতীয় বৃহত্তম অধিবাসী। তারা আজ বহু দশক যাবৎ

প্রয়াস জারি রেখেছে এক বৃহৎ নাগাভূমি, 'নাগালিম' গঠনের। তাদের স্বপ্ন, তা হবে সার্বভৌম দেশ, ফলে মেতেইদের পর্বত জয়ের প্রয়াসে তারা বাধা দেবেই ওদিকে কুকি, জোমি উপজাতিরা জানে মেতেরা পাহাড়ে এগিয়ে এলে তারা স্যান্ডউইচ বনে যাবে। এইসব ভবিষ্যৎ চিন্তার সঙ্গে মিশে আছে অতীতের তিক্ত স্মৃতি ১৯৭০ দশকের কুকিনাগা দাঙ্গায় নাগারা উচ্ছেদ করে দেয় সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক কুকি বসতি। সেই স্মৃতি এখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে কুকি মানসিকতায়। মণিপুরের সমস্যার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন জাতিগুলির বৃহত্তর এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি।নাগা,কুকি ও মেতেইরা কম বেশি দাবি তুলেছে। নাগারা মণিপুরের কিছু অংশকে নাগাল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করে বৃহত্তর নাগাল্যান্ড গঠন করতে চাইছে।অন্যদিকে মনিপুরের বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী মেইতেইরা বৃহত্তর নাগাল্যান্ড গঠনের বিরোধিতা করে আসছে। রাজ্যের উপর বড় জাতি কুকিরাও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। কিছু কুকি নাগাদের বৃহত্তর রাজ্যের দাবি সমর্থন করেছে। কিন্তু অন্যরা তার বিরোধিতা করেছে বছরের পর বছর ধরে সংঘাতের পিছনে যেমন জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে তেমনি সেখানকার সম্পদ ও ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মনিপুরে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী গুলি একে অপরের সঙ্গে কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে সাম্প্রতিক যে অস্থিরতা মনিপুরে চলছে,তার শুরুটা ২০২১ সালের গোড়ার দিকে।রাজ্যে সরকারের সাতটি নতুন জেলা তৈরির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী গুলি।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সমীকরণ:

মণিপুরের বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্য একদিকে যেমন ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উপজাতি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। মণিপুরে বর্তমান সংঘর্ষের শুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের তপশিলি উপজাতি মর্যাদার দাবি নিয়ে। এই দাবির প্রতিবাদ করে ৩ মে দশটি পার্বত্য জেলায় উপজাতি সংহতি মার্চ হয় তারপরেই সেখানে হিংসা শুরু হয়ে যায়। দশ বছরের পুরনো এই দাবি নিয়ে হাইকোর্টের একটি আদেশের জেরে হিংসার শুরু যা এখনও চলছে।

ভাইরাল ভিডিও ও উত্তাল রাজনীতি:

মণিপুরে জাতিগত দ্বন্দ্ব ছাড়াও শুরু হয়েছে নারী নির্যাতন। মনিপুরে একই দিনে দুই নারীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ। দুই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল ভারতের পূর্বাঞ্চলের মনিপুর রাজ্য। এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ভারত জুড়ে চলছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ। এর মধ্য মনিপুরে আরো দুই নারীকে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশের কাছে দায়ের করা এফআইআরের এর অভিযোগ অনুসারে গত ৪ই মে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে কাউকে আটক করা হয়নি, দুই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনার এক ঘণ্টা পরেই আরো দুই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। এই দুটি ঘটনা কেবল একই দিনে, কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে, তা নয়। নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার নারীরা সবাই কুকি সম্প্রদায়ের। মণিপুরে সেই সময়ে স্থানীয় কুকি ও মাইতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা চলছিল। ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার দুই নারী সহোদরা তাদের বাবা স্থানীয় থানায় একটি এফ. আই.আর. দায়ের করেছেন। এর একটি কপি হিন্দুস্থান টাইমসের হাতে এসেছে। এফআইআর এ বলা হয়েছে, দুই বোনের একজনের বয়স ২১ বছর অন্যজনের ২৪ বছর সংঘর্ষের সময় একদল মানুষ জোর করে বাড়িতে প্রবেশ করে এরপর দুই বোনকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। মণিপুরের নারীদের যৌন নিগ্রহের একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এর পরপরই ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ। ঘটনাটি গত ৪ই মে মাসের। এর ঠিক আগের দিন রাজ্যে কুকি ও মাইতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা শুরু হয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তরুণদের একটি দল গ্রামের রাস্তা দিয়ে দুই নারীকে হাঁটিয়ে ধানক্ষেতে নিয়ে যাচ্ছে। দুই নারী সম্পূর্ণ নগ্ন এবং হাঁটতে হাঁটতেই তরুণদের কয়েকজন দুই নারীকে যৌন নিগ্রহ করছেন। দুই নারী কাঁদছেন এবং তাদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করছেন। সংক্ষিপ্ত ওই ভিডিওতে আরোও দেখা গেছে, এই নারীদের ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে অজ্ঞাত কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই দুই নারীর একজন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল ১৮ ই মে কিন্তু, পুলিশ কোন উদ্যোগ নেয়নি। গত বুধবার ভিডিওটি প্রকাশের পর চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘুরানোর ঘটনার ভিডিও এবং গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের ইস্তফার দাবি উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেছেন "দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এই হিংসার ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের জনগণকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আবেদন করেছেন"।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সূত্রের খবর মনিপুরের পরিস্থিতির কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটক সফর বাতিল করেছেন। সংবাদ সংস্থা পিটি আই জানিয়েছেন, সংঘর্ষের ঘটনায় অত্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইতি মধ্যেই ভারতীয় সংসদে তার বাদল অধিবেশনে এই বিষয় নিয়ে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের চূড়ান্ত বাদানুবাদ সংগঠিত হয়েছে। বিরোধীপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চেয়েছে। এরই মাঝখানে বিজেপি বিরোধী দলগুলি যে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মনিপুর পরিদর্শন করেছেন।

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন@2023: ট্রাডিশনের শেষ কোথায়?

মিলন মন্ডল, ইতিহাস বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার, স্নাতক, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নদেবী কলেজ।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪২ বছর পরে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করা যায়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে 1992 সালে। স্থানীয় স্তরের স্থানীয় মানুষের দাবি পূরণের যে গণতান্ত্রিক শর্ত সেটি পূরণ হয়। যদিও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অশোক মেহতা কমিটি এর কিছুটা আভাস দিয়েছিল তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সমগ্র ভারতবর্ষে যখন ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুরু হচ্ছে তার অনেক আগেই (১৫ বছর আগে) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে এই তিস্তরি ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুরু হয় এবং সাফল্যের সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন করে স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধি

পঞ্চায়েতে তিনটি স্তরে সরকার গঠন করে। একেবারে নিম্নস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, তারপর পঞ্চায়েত সমিতি এবং সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পরিষদ।

এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রচুর আইন, প্রচুর পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছে সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে। একটা সময় যেখানে একটৃতীয়াংশ মহিলাদের আসন সংরক্ষণ ছিল পঞ্চায়েতের আসন গুলিতে, এখন সেটি ৫০ শতাংশ হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য বলা যেতে পারে 1992 সালের এই সংবিধান সংশোধন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক পরিবর্তন বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের 'তৃতীয় বিপ্লব'।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত এর আসন এবং ফলাফল:

পূর্বেই উল্লেখ করেছি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যাত্রা শুরু সমগ্র ভারতের তুলনায় অনেকটাই আগে এবং এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ভালো এবং মন্দ দিক এর বিচারে অনেকটাই দৃষ্টান্তমূলক যা সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন আরেকবার প্রমাণ করে। আসুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এবারের নির্বাচনে নির্বাচন হল গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সংখ্যা ৩৩১৭ টি, পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ৩৪১ টি এবং জেলা পরিষদ কুড়িটি (২০) টি। আসন সংখ্যার বিচারে ৩৩১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ৬৩ হাজার 229 টি, ৩৪১টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৯৭৩০টি, আর কুড়িটি (20টি) জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা 928 টি। মোট ৬১ হাজার ৫০০টি বুথে গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল। এবারের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ৮৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিতিতে। যদিও বাহিনী নিয়ে প্রাথমিক স্তরে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং হাইকোর্টের নির্দেশ বিশেষ কার্যকরী হয়।

নির্বাচন শেষে দেখা যায় প্রায় ৮০ শতাংশ আসনেই বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত হয়েছে। এবং পঞ্চায়েত সমিতির ধরে ৩৪১ টি আসনের ৯২ শতাংশই শাসকদলের অধীনে গেছে। আসনের ফলাফল এইরকম গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৬৩ হাজার ২২৯টি আসনের মধ্যে ৪২ হাজার ৬২২টি শাসকদলের অধীনে গেছে। পঞ্চায়েত সমিতি 9730টি আসনের মধ্যে ৭২৬৮টি শাসক দলের অধীনে গেছে, যেখানে 928টি আসনের মধ্যে ৭৭৩টি আসোনি শাসক

দল দখল করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও সেক্ষেত্রে বিরোধীদের দাবি সবটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কারচুপি করে শাসক দল এই সাফল্য অর্জন করেছে এই নিয়ে বাদানুবাদ এবং তদন্ত এখনো অব্যাহত হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। যদিও রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ১৬ই আগস্ট এর মধ্যে সমস্ত পঞ্চায়েত গুলি পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে আরো শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হলেও সার্বিকভাবে যে চিত্র সমাজ মাধ্যমে লক্ষ্য করা গেছে তা বেশ ভয়াবহ। কোথাও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভোট পর্ব শেষ হয়ে গেছে কোথাও বাহিনীর অভাবে ব্যাপক গন্ডগোল হয়েছে কোথাও ব্যালট বাক্স চুরি হয়ে গেছে, আবার কোথাও নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের চাইতে ব্যালট বাক্সে বেশি ভোট পড়ে গেছে। আর বিরোধীদের দাবি এই কারচুপি মূলত সংগঠিত ভাবেই করা হয়েছে।

হিংসা এবং প্রাণহানি:

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পশ্চিমবঙ্গের এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও মৃত্যুর সংখ্যা একেবারে ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকে নমিনেশন পড়বে এবং ভোট পরবর্তী সময়ও মোট এখনো পর্যন্ত 50 জনের মৃত্যু হয়েছে যাতে শাসক দলের কর্মীর সংখ্যাও অনেকটা সাধারণ শিশু থেকে বিরোধীদলের কর্মীরাও এর মধ্যে রয়েছে এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেখানে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেটিকেও এ বছর মৃত্যুর সংখ্যা অতিক্রম করে গেছে। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭৬ যার মধ্যে মুর্শিদাবাদেই ছিল ৪৫ জন। ২০১৩ তে সংখ্যাটা ছিল ৩৯ জন। যদিও শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা পূর্বে থেকেই এবারের নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করার ডাক দিলেও নিচুস্তরের সব দলের কর্মীদের মধ্যেই এ ব্যাপারে অন্যরকম মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের, পঞ্চায়েত সমিতির এবং জেলা পরিষদের সদস্যদের যে ভাতা সেটি সময় পরিবর্তন হয়েছে সেটি যে খুব বেশি তা নয় কিন্তু আসলে ওই সামান্য ভাতার জন্য পঞ্চায়েত দখল যে এত তৎপর হয়ে ওঠে কর্মীরা তা নয় অনেকে মনে করেন এর পেছনে রয়েছে অন্য উদ্দেশ্য।

এক নজরে পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাতা:

ভোট শেয়ার:

এক নজরে যদি বিরোধীদের ভোট শতাংশ লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে বিজেপি মোটামুটি 22.8% পেয়েছে অন্যদিকে বাম দলগুলি ১২.৫৬ শতাংশ কংগ্রেস ৬.৪২ শতাংশ এবং আইএসএফ দুই শতাংশ সবমিলিয়ে এই জোট ২১ শতাংশ ভোট লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যাকে সংযুক্ত মোর্চা বলা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন বিরোধী দল গুলির মধ্যে এই ভোট ভাগাভাগির সুবিধা পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ শাসক দল।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভের চিত্র ও সংস্কৃতি:

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা না দিতে পারার বা না দিতে দেওয়ার একটা অভিযোগ। ২০১৩ সালে ১৪ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদল জিতে গেছিল। ২০১৮ সালে সমস্ত রেকর্ড কে অতিক্রম করে ৩৪.২ শতাংশ আসন শাসকদল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছিল। ২০২৩ সালে চিত্রটা একটু অন্যরকম পঞ্চায়েতের যেখানে মোট আসন তিনটে স্তর বেরিয়ে 73 হাজার 882 তে, সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে 9013 টি তে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে ভোট গ্রহণের আগেই, যার শতাংশ

হিসাব ১২ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেকটাই ভালো। পশ্চিমবঙ্গের এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসন জেতার ইতিহাস খুব একটা ভালো নয়। বাম আমলে শেষের দিকে ২০০৩ এ প্রায় সাত হাজার (৭০০০) আসন শতাংশ হিসেবে এগারো (১১) শতাংশ এবং ২০০৮ এ ৫.৪% বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দল জয় লাভ করেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের একটা ভয়াবহ সামাজিকীকরণ ঘটেছে এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত।

কিন্তু প্রশ্ন হল এ আর কতদিন? সাধারণ মানুষসহ রাজনৈতিক দলগুলিকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে যাতে গণতন্ত্রের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি না হয় মানুষ স্বাধীন দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কে প্রয়োগ করতে যাবে সেখানে এক ধরনের ভয় যেন কাজ না করে । আসুন সবাই মিলে আমরা সেই চেষ্টাই করি।

বিচারপতি নিয়োগ, কলেজিয়াম ব্যবস্থা ও একটি বিতর্ক: ভারতীয় প্রেক্ষাপট

শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

প্রাথমিক কিছু কথা: নিয়োগে নিরপেক্ষতা:

বিচার ব্যবস্থায় ক্ষমতার বুনিয়াদ হল সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের প্রধান স্তম্ভ। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তথা শ্রদ্ধা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখনই, যখন তাঁরা উপলব্ধি করেন সরকার নিজের স্বার্থে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে কখনওই কোনও রায় আদায় করতে পারবে না। কিন্তু বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারি প্রভাবমুক্ত কিনা, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। প্রভাবমুক্তির লক্ষ্যে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট নিজের হাতে নেওয়ার পর আবার অন্য রকম অভিযোগ সামনে এসেছে। তাই অবশেষে বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন গঠনের (National Judicial Appointment Commission- NJAC) প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংসদে সে সংক্রান্ত আইনও পাশ করা হয়। এই বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশনের হাতে বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ থাকবে, তা নিয়েই দেশজোড়া বিতর্ক চলছিল। এর

মাঝেই সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণা, বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত যে আইন ভারত সরকার প্রণয়ন করেছে, তা সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর আঘাত হানছে। তাই এই আইন বাতিল। ফের কলেজিয়াম প্রথা ফিরিয়ে এনে বিচারপতি নিয়োগের সব দায়দায়িত্ব নিজের হাতেই নিয়ে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তথা বিচারবিভাগ!

বিতর্কের সূত্রপাত বা উত্থান: ঠিক কি নিয়ে কলেজিয়াম এর বিরোধিতা:

১৯৮০ এর দশক দশক থেকে ভারতীয় বিচার বিভাগে বিশেষত সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এক বিতর্কের উত্থান হয়েছে। ভারতে বিচারপতি নিয়োগ যে কলেজিয়াম ব্যবস্থা সে সম্পর্কে বিতর্ক গড়ে উঠেছে যা মূলত শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ সঙ্গে বিচার বিভাগের বিতর্ক। যে দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক গড়ে উঠেছে একদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অন্যদিকে গণতন্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা।

কলেজজিয়াম কি: বিচারপতি নিয়গে এর ক্ষমতায় কি?

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগের কোন পরীক্ষা হয় না। Collegium ব্যবস্থা একটি Closed door system. কারণ এখানে কোন মিটিং কবে, কোথায় হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নীতি গ্রহণ করা হয় কিনা, এমনকি কাকে পছন্দ না পছন্দ নয় তার কি কারণ, তার কোন রেজিস্টার ও রেজুলেশন হয় না। গণতান্ত্রিক কৈফিয়ৎ বা দায়বদ্ধতাও থাকে না। বর্তমানে চারজন সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ বিচারকও প্রধান বিচারপতি নিয়ে কলেজিয়াম গঠিত। কলেজিয়াম নিজেদের পছন্দমত বিচারকদের নাম রাষ্ট্রপতিকে আইন মন্ত্রকের মাধ্যমে সুপারিশ পাঠানো হয়। প্রধান বিচারপতি কলিজিয়ামের সুপারিশ প্রথমে আইন মন্ত্রকের কাছে প্রেরণ করেন এবং সেটি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বা প্রধানমন্ত্রী নির্দেশক্রমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পেলে কলিজিয়াম নির্বাচীত ব্যক্তিরা বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হন। তবে আইন মন্ত্রক প্রাথমিক তদন্তের পর যদি কোন ব্যক্তির নাম পছন্দ না হয় তার নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানায়, সেক্ষেত্রে কলেজিয়াম যে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে তা আইন মন্ত্রকের কাছে না গিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে পেরিত হয় এবং তাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

ভারতে কলেজিয়াম ব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্কের বিবর্তন: ভারতে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে বরিষ্ঠ বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ (consultation) করে বিচারকদের নিয়োগ করবেন। ১৯৮১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এর আগে পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা

অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা অনুসারে বিচারপতিরা নিযুক্ত হতেন। এমনকি বলিষ্ঠ বিচার বিভাগীয় বিচারকদের পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা তারও প্রমাণ পাওয়া যায়, **১৯৭৩** সালে ইন্দিরা গান্ধীর সময় তিনজন প্রবীণ বিচারপতিকে টপকে এ এন রায়কে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও **১৯৭৬** তে এম ইউ বেগকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করে।

1st Judges Case:- **১৯৮১** সালে ৩০ শে ডিসেম্বর এস পি গুপ্ত (S. P. Gupta v. Union of India - 1981) মামলায় প্রথম প্রশ্ন আসে বিচারপতি নিয়োগে কনসালটেশনের/পরামর্শের অর্থ কি? এই মামলা 1st Judges Case নামে পরিচিত। মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেয় তাতে বলা হয় consultation does not mean concurrence. অর্থাৎ এখানে concurrence রাষ্ট্রপতি বিচারকদের পরামর্শের সঙ্গে সহমত হবেন। অর্থাৎ বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ মানতেও পারেন নাও পারেন। বিচার বিভাগ বলে Cogent Reason এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান বিচারপতির পরামর্শ বাতিল করতে পারে।

Second Judges Case:- কিন্তু 1993 সালে ৬ই অক্টোবর Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পূর্বের রায় সংশোধন করে বলে consultation mean concurrence. অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি বিচারপতিদের নিয়োগের যে পরামর্শ দেবেন রাষ্ট্রপতি পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার মানতে বাধ্য থাকবেন। সুপ্রিম কোর্ট বলে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবেন সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রবীণ বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এই রায় অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্বশেষ সিদ্ধান্তদাতা এবং এখান থেকেই মন্ত্রিসভা তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। এই মামলা Second Judges Case নামে পরিচিত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে ভারতে প্রথম কলিজিয়াম ব্যবস্থা চালু হয়।

(এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে কলেজিয়াম শব্দটি সংবিধানে কোথাও উল্লেখ নেই, এটি একটি বিচার বিভাগীয় ঘোষণা ।17 অক্টোবর 1981 তারিখে আহমেদাবাদে আইনজীবীদের একটি জাতীয় সেমিনারে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সুপারিশে এই কলেজিয়াম সিস্টেম প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়। যা কলেজিয়াম ব্যবস্থার প্রাথমিক উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।)

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে।

১. প্রধান বিচারপতি অন্যান্য দুজন প্রবীণ বিচারপতির সঙ্গে আদৌ পরামর্শ করেন কিনা তার কোন রেজুলেশন থাকে না বা দুজন প্রবীণ বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি নেওয়ার সুযোগ থাকে না।

২. প্রধান বিচারপতি সর্বশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

Three Judges Case:- 1998 সালে 28 শেষ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি সেকেন্ড জজের কেসে রায়ের স্পষ্টতা জানতে শীর্ষ আদালতের কাছে পরামর্শ চাইলে সুপ্রিম কোট জানায় যে, কারা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হবেন তা স্থির করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও চারজন প্রবীণতম বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে।

জাতীয় বিচারপতি নিয়োগ কমিশন নয়: কলেজিয়ামই চূড়ান্ত

২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের দায়বদ্ধ থাকে সুনিশ্চিত করতে পার্লামেন্টে জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন প্রতিষ্ঠার বিল পাস করে সংবিধানের 124(2) এবং 217(1) অনুচ্ছেদগুলিকে সংশোধন করে। প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বে 6 সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নিয়োগ আয়োগ এর সদস্যরা হলেন: কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের দুজন প্রবীণ বিচারপতি এবং দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা মনোনীত করবে।

2015 সালে 16 অক্টোবর বিচারপতি জে এস খেহার, মদন লোকুর, কুরিয়ান জোসেফ এবং আদর্শ কুমার গোয়েলের সাংবিধানিক বেঞ্চ 99 তম সংশোধনী এবং NJAC আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল।

বিতর্কের শেষ কোথায়?

আসলে কলেজিয়াম ব্যবস্থায় একটু সমস্যা তো আছে বটেই। কিন্তু যখনই সরকারের অপছন্দের রায় সর্বোচ্চ আদালত দিয়েছে, তখনই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে বিতর্ক দানা বেধেছে এই বিচারপতি নিয়োগের কোলেজিয়াম ব্যবস্থা কে নিয়ে। যেটা সম্প্রতি আমরা আবার কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী কিরণ রিজজু ও পরবর্তীতে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনঘরের বক্তব্যে প্রমাণিত। তাদের বক্তব্য হলো, "বিচারপতিদের কেবলমাত্র বিচারক বিভাগীয় কাজকর্ম দেখাই উচিত, নিয়োগের ন্যায় প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখা উচিত নয়। এটি অস্বচ্ছ এবং সংবিধান বহির্ভূত প্রক্রিয়া।ওতে অনেক বিলম্বিত হলে বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া অনেক দেরি হয় এবং শূন্য পদ পূরণ হয় না।" তবে যে যাই বলুক কলেজিয়াম ছিল, কলেজেরাম আছে। বিচারপতি নিয়োগে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মানেই ঘুর পথে রাজনীতির প্রভাব যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

মিডিয়া ও রাজনীতি

জাহেরা খাতুন, চতুর্থ সেমিস্টার, স্নাতক সাম্মানিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভূমিকা:

কয়েকবছর আগে পর্যন্ত কোনো একটি তথ্য দূরদূরান্তের মানুষের কাছে পৌঁছানো খুব একটা সহজ বিষয় ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে খুব সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কোনো বিষয় একস্থান থেকে অন্য স্থানের মানুষদের জানানো যায় এবং আমরাও জানতে পারি যে মাধ্যমের সাহায্যে তার নাম হল মিডিয়া। আমরা টিভি, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টার্নেট, সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদির মাধ্যমে মিডিয়া কে খুঁজে পাই। মিডিয়া আমাদের চারপাশে ঘটে চলা বিষয় সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করে। এছাড়াও এটি আমাদেরকে তথ্য দেওয়া ছাড়াও বিনোদন উপভোগ করতে সাহায্য করে। এভাবে মিডিয়া আজকাল আমাদের জীবনের একট গুরুত্বূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

মিডিয়া ও রাজনীতি:

ভারতীয় রাজনীতি তে মিডিয়া খুবই গুরুত্বূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, রাজনীতির বিভিন্ন দিক, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের কাজকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে মিডিয়া। যেমন-

1. বিশ্ব রাজনীতি: মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়। বিশ্ব রাজনীতির কাজকর্ম যেমন শৃঙ্খলা, শহর, জাতিরাষ্ট্র, বহুজাতিক কর্পোরেশন, বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করা ও জাতীয় ও জাতিগত সংস্থার নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের রাজনীতি, সংঘাত ও শান্তি অধ্যয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে।

2. রাজনৈতিক দল: ভারতীয় রাজনীতির একটি অংশ হল রাজনৈতিক দল। এই রাজনৈতিক দল গুলির বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ গতি প্রকৃতি মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায়। যেমন- এই দল গুলি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করার জন্যে কোনো দলীয় নেতাকে নির্বাচন করতে পারবে। তারা তাদের সদস্য দের সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রবাহিত করে। আবার এই দল গুলি অনেকসময় জনসাধারণকে সাহায্যের

আশ্বাস দিলেও তাদের জন্য সময় ও অর্থ দানকারী লোকদের পক্ষে কাজ করে। অর্থাৎ মিডিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সুকর্ম ও কুকর্ম সব কিছুই জানা যায়।

3. কূটনীতি: কূটনীতির মাধ্যমে কিভাবে ভারত সরকার বিদেশী রাষ্ট্র গুলোর সঙ্গে যুদ্ধ বা সুসহিংসতার পরিবর্তে সমঝোতা করে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্র পরিচলানা করে সেবিষয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে নানান তথ্য পাওয়া যায়।

4. রাজনৈতিক দুর্নীতি: রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু অসাধু কর্মকর্তা তাদের ব্যাক্তিগত লাভের জন্য সরকারী ক্ষমতাকে অপব্যাবহার করে যে দুর্নীতির সৃষ্টি করে তা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। যেমন- ঘুষ, চাঁদাবাজি, ক্রণিজম, স্বজন পৃষ্ঠপোষকতা, প্রভাব বিস্তার এবং আত্মসাৎ এর মত জঘন্ন বিষয়। এছাড়াও দুর্নীতি মাদক পাচার, অর্থ পাচার, এবং মানব পাচারের মতো অপরাধ মূলক উদ্দ্যককে সহজতর করতে পারে। ইত্যাদি মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায়। উপরিউক্ত বিষয় গুলি ছাড়াও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আরো অনেক বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি।

মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা: মিডিয়া দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা আমরা অর্থাৎ জনসাধরণ উপকৃত হই ঠিকই কিন্তু অনেক সময় মিডিয়া দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য সঠিক হয় না। ভুল বা অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। অনেকসময় মিডিয়া জনগনকে সরকারের বিরুদ্ধে আনার জন্য সরকার বিরোধী তথ্য প্রচার করে। ফলে জনগণ সে সমস্ত প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন আন্দোলন, দ্বন্দ্ব। যার ফল স্বরূপ সরকারকে একটা বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে কোনো বিষয় সামনে এলে সেটা আগে যাচাই করা দরকার এবং তারপর সে বিষয়ে মতপ্রকাশ করা উচিত।

উপসংহার: মিডিয়ার অনেক নাসুচক দিক থাকলেও ভালো দিকটি বেশি গুরুত্বপর্ণ। কারন মিডিয়া আমাদের কে বিনাপারিশ্রমে সমস্ত বিষয়ে information জানতে সাহায্য করে। পুরো বিশ্ব টাকে চার দেওয়ালের মধ্যে এনে দেয়। এবং প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা অর্থাৎ জনসাধরন সচেতন হতে পারি। এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। ফলে কোনো সমস্যা জর্জরিত হয় না। তাই বলা যায় মিডিয়ার খারাপ দিক তুলনা ভালো দিকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা: ভারতীয় শাসনব্যবস্থার নব দিগন্ত

তোতন হালদার, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্নাতক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ এবং স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

পটভূমি:

বিচারবিভাগ যখন পরিবর্তনশীল সমাজে চাহিদা পূরণের জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সামাজিক, রাজনৈতিক তথা আইনগত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য যখন নিজে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ তথা সরকার অন্যান্য পরিসরে কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা, আদেশ প্রদানকরা তথা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে তখন তাকে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলা হয়।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ?

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। সহজভাবে বললে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনও মানুষের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার সচেতন প্রয়োগই হলো বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা। ভারতের বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তামার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা এর সাথে তুলনীয়। রাষ্ট্র এর প্রণীত আইন সংবিধানসম্মত কিনা বা তা সংবিধান পরিপন্থী কিনা, একমাত্র সেটুকু বিচারের ক্ষমতা আদালতের রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আদালত আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করার যে ক্ষমতা মার্কিন সংবিধান দিয়েছে তা ভারতীয় শীর্ষ আদালতে নেই । ভারতীয় শীর্ষ আদালত শুধুমাত্র আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকে অর্থাৎ সাংবিধানিক সীমানার মধ্যে থেকেই ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে কাজ করতে হয়।

বিচারপতি জেএস ভার্মা বলেছেন,সাধারণ ভাবে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায়বিচারের পথ খুলে দেওয়াএবং তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। আবার বিচারপতি সাওয়ান্ত বলেছেন , বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা হল বিচার বিভাগের সেই কাজ ,যা

তাকে আইন ও শাসন বিভাগীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সাহায্য।১৯৯৬ সালের সুপ্রিম কোর্ট এর প্রাক্তন বিচারপতি পানডিয়ান (R Pandiyan) বলেন, ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ অনগ্রসর এবং বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। এই অবস্থায় আইন বিভাগ এবং শাসনবিভাগ বহুলাংশে নিলিপ্ত অথবা দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট হলো নাগরিকদের যাবতীয় অধিকারও স্বাধীনতা সমূহের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ যাতে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদানে বাধ্য হয় সেজন্য বিচার বিভাগকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার নজির:

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্ট কার্যত পার্লামেন্টে নানা প্রতিবন্ধ - কতার সম্মুখীন হয়েছে। "গোলকনাথ মামলায়" (1967) সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে,সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারকে পার্লামেন্ট আর সংকুচিত বা বাতিল করতে পারবে না। ১৯৭৩ সালে "কেশবনন্দ ভারতী মামলায়" সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দেয় যে পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন করতে পারবে না, তবে বাকি সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবে। এছাড়াও ১৯৮০ সালে "মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার" মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনী আইনের সংশ্লিষ্ট দুটি সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এবং ৮০ দশক থেকে সুপ্রিম কোর্টকে যে সমস্ত অচিরাচরিত কাজকর্মে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও হরিয়ানা রাজ্য সরকারকে বেগার শ্রমিকদের মুক্তি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেয়। ১৮৮৫ সালের ২৪শে এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে এক গাড়ি পাথর ভাঙার জন্য ন্যূনতম ৭১ টাকা মজুরি প্রদানের নির্দেশ জারি করতে বলে। অনেক সময় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠারউদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুশাসন পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৫ সালে জানুয়ারি মাসে শাহ্‌বানু মামলায় এবং ১৯৮৭ সালে শাহবানু মামলার রায় দানের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্‌ট মুসলিম সম্প্রদায়ের তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার

অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পরিবেশ দূষণ রোধ করার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৬ সালে দিল্লির ১৪৬ টিশিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। জন প্রতিনিধি তথা আমলাদের দুর্নীতিও অপশাসনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৯৬ সালে হাওলা কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি, ইউরিয়ার ও চিনি কেলেঙ্কারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। এছাড়াও জেলে বিচারা ধীন বন্দিদের অমানবিক আচরণ বোধের ক্ষেত্রে,উচ্চ প্রতিষ্টান ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত ত্বরান্বিত করতে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু সুপ্রিম কোর্ট নয় হাইকোর্ট ও অধস্থন আদালতগুলি যুক্তি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের ডাকে সাড়া দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,বিহারে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায়, ঝাড়খন্ড ঘুষ মামলায়, অর্চনা গুহ মামলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ২০০৩ সালে রাজস্থান হাইকোর্ট সিতা মেলা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়।

জনস্বার্থ মামলা ও সক্রিয়তার প্রেক্ষিত:

তবে জনস্বার্থ মামলা রক্ষার্থে সুপ্রিম কোর্ট কে এমন সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় যা তার এক্তিয়ার মধ্যে পড়ে কিনা সন্দেহ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৫ সালে "বিনয় চন্দ্র মিশ্র" মামলাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে উক্ত মামলায় বিনয় চন্দ্র মিশ্রকে আদালত অবমাননা দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাকে তিন বছরের জন্য আইন ব্যবসা থেকে নির্বাসিত করে। অথচ সংবিধানে ১২৯ নং ধারায় আদালত অবমাননার ব্যাপারে এই ধরনের কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ নেই।প্রায় একই সময়ে "গৌরব জৈন বনাম ভারত সরকার" মামলায় বিচারকদের এখতিয়ার বহির্ভূত রায় দিতে দেখা যায়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষিতে ৩৫৬ নং ধারা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত ধারা প্রয়োগের যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে বলে দাবি করে।কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী বিষয়টি পুরোপুরি রাষ্ট্রপতির বিচার বিবেচনার বিষয়, কোর্টের নয়। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচার পতি সেডলি (sedley) মন্তব্য করেন, "বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা হল আইনের শত্রু" বিচার বিভাগের কাজ আইন

প্রণয়ন করা নয়, আইন কে বলবত করা।এ প্রসঙ্গে লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন "সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য কোন আইন প্রয়োগ বাধ্য করা,আর প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে বিচারালয়ের মতামত চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়"।

উপসংহার:

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিজের জন্য স্বতন্ত্র একটি ভূমিকা সৃষ্টি করেছে। আইনের অনুশাসনকে তুলে ধরা এবং স্বাধীনতার সীমানাকে সুস্পষ্ট রাখা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক আইন মূলক বিষয় বা দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সঠিক ও সম্মুখ ভাবে সম্পাদনে বিচারবিভাগ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয় আটকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একদলীয় প্রাধান্যকারী ব্যবস্থা না আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি : ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে

শ্রী সুদাম দেবনাথ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে বিশিষ্ট শিক্ষক

যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রাজনৈতিক দলগুলিই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সামাজিক চাহিদা ও জাতীয় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক, পরিচায়ক এবং নির্ভরশীল মাধ্যম রূপে কাজ করে। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সেতু বা যোগাযোগের মাধ্যম রূপে কাজ করে। ডেভিড ইস্টন তাঁর ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, যে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যতম 'দ্বাররক্ষী' হিসেবে কাজ করে।

ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থা :- ভারতীয় রাজনীতিতে দল হল এক অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিক দল ছাড়া ভারতীয় গণতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। ভারতে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস দলের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ২৬৫৭ টি। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় – জাতীয় দল (৬টি), আঞ্চলিক দল (৫৪টি), অসংগঠিত দল (২৫৯৭টি)।

জোট রাজনীতি ও আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি:- কেন্দ্রে বা রাজ্যগুলিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠনের দিন আর নেই। শুরু হয়েছে জোট সরকার গঠনের পালা। সেজন্য জাতীয় পর্যায়ের দলগুলোর আঞ্চলিক দলগুলির হাত না ধরে উপায় নেই। নির্বাচনের আগে বা পরে গাটছড়া বাঁধতে হয়। বর্তমানে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে জোট সরকার তাই একটা দস্তুর। ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাই-এর নের্তৃত্বে প্রথম জোট সরকার গঠন করা হয়। এই জোট সরকারে প্রধান জোট সঙ্গী ছিল জনসংঘ, লোকদল, সংগঠন কংগ্রেস ও সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টিকে নিয়ে। এই দলগুলি ছিল মূলত আঞ্চলিক দল। এই প্রথম আঞ্চলিক দল মিলিত হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোট করে নতুন সরকার গঠন করে, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নের্তৃত্বে JD, TDP, DMK, AGP, Congress(s) প্রভৃতি দলকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মোর্চা (National Front) গঠিত হয়। এই জোট সরকারেরও আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি DMK, JD দল মন্ত্রীত্ব আদায় করতেও সমর্থ্য হয়।

১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে নতুন দুই জোটের। বি.জে.পি.-র নের্তৃত্বে NDA এবং কংগ্রেসের নের্তৃত্বে UPA । ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে NDA, UPA, LF প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনে NDA জোট ৩০৩টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে, যা পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। এই সরকারের অন্যতম শরিক তেলুগু দেশম পার্টি ২৯ টি আসন জয়লাভ করে বিজেপিকে সরকার গঠন করতে সাহায্য করে। অবশ্য এই নির্বাচনে কার্গিল যুদ্ধকে নির্বাচনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এই সরকারের মেয়াদ শেষে নতুন জোট সরকার গঠিত হয় কংগ্রেসের নের্তৃত্বে। ২০০৪ সালে UPA সরকার গঠন করে NCP, RJD, LJP, PMK প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনে এবং বাম দলগুলোর বাইরে থেকে সমর্থনে। ১২৩ চুক্তিকে কেন্দ্র করে বাম দলগুলো সমর্থন তুলে নিলে সমাজবাদী পার্টিসহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সমর্থনে সরকার স্থায়ী হয়। এমনকি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই জোট পুনঃরায় জয়ী হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার গঠন ও পতন দুই ঘটতে পারে।এরপর ২০১৪ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনে বিজেপি দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই নতুন NDA-তে অন্যতম শরিক আঞ্চলিক দল AIADMK ৩৭টি আসন অর্জন

করে জোটকে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে UPA-র অন্যতম শরিক দল TMC ৩৪টি আসন লাভ করে জাতীয় দলের তকমাও অর্জন করে নেয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও NDA জয়লাভ করে।

রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি :- বর্তমানে রাজ্য স্তরে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব লক্ষ্য যায়। পশ্চিমবঙ্গে অতীতে বখমফ্রন্টের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমানে TMC দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওড়িষায় বিজু জনতা দলের প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দিল্লিতে আমি আদমি পার্টির প্রভাব রয়েছে, এমনকি এই দল বর্তমানে পাঞ্জাবেও সরকার গঠন করে জাতীয় দলের স্বীকৃতি পেয়েছে। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে DMK, AIADMK দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টির প্রভাব থাকলেও বর্তমানে স্থিমিত হয়ে পড়েছে। এই সকল দলগুলি জাতীয় রাজনীতিতে অনেক সময় নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। AAP ও TMC, AIADMK ও DMK, RJD ও JD(U প্রভৃতি দলগুলি আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে গেম মেকারের ভূমিকা পালন করতে পারে।

আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ :- আঞ্চলিক দলগুলি তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক দাবি দেওয়া ও কর্ম পন্থাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও জোট রাজনীতির দৌলতে জাতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। দেখা গেছে সদ্য আবির্ভূত আঞ্চলিক দল কালক্রমে জাতীয় দলের তকমা লাভ করেছে, যেমন আম আদমি পার্টি। ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে –

১. জাতীয় দলগুলির দুর্বলতা, আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। জাতীয় দল গুলি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে।

২. NDA-র প্রধান দল রূপে বিজেপি আঞ্চলিক দাবিগুলোকে উপেক্ষা না করে বরং গুরুত্ব দিতে থাকে। একসময় এই দল বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলোকে সাথে নিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস করে সফল হয়। একই চিত্র দেখা গিয়েছিলো UPA-র ক্ষেত্রে।

৩. ডি. এম. কে. দলের মুখপাত্র রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, নেহরু বেঁচে থাকা পর্যন্ত যেটা হয় নি – সেটাই হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে কোনও রাজ্যেই কংগ্রেস দলের স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি – যারা নিজের নিজের রাজ্যের কথা

দিল্লিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। "মানুষ তাই চেয়েছেন যে রাজ্যভিত্তিক দলগুলোকেই সমর্থন করলে দিল্লিতে বার্তা পৌঁছানো যাবে" । এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক দলগুলির আবির্ভাব ও জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

৪. ইউ. পি. এ. জোটের প্রধান দল কংগ্রেস সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির সাহায্য নিয়েছিলো। এমনকি বাম দলগুলোর বাইরে থেকে সমর্থন সরকার গঠনে সহায়তা করে। আবার ১২৩ চুক্তিকে(২০০৭) কেন্দ্র করে বাম দলগুলো সমর্থন তুলে নিলে চাপে পড়ে যায়। সেই সময় সমাজবাদী পার্টি সমর্থন জানায়। এই রকম জটিল পরিস্থিতি আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

৫. লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রমেশ দীক্ষিত ব্যাখ্যা করছিলেন, "১৯৭৭ সালে ভারতে যে জনতা পার্টি সরকার তৈরি হয়েছিল, সেটা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে সেই দলে যত বিভিন্ন গোষ্ঠী সামিল হয়েছিল, সেগুলোর নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়েন । সব নেতা-ই যেহেতু নিজের নিজের রাজ্যেই পরিচিত ছিলেন, তাঁরা সেখানেই রাজনীতি করতে শুরু করলেন, সেটাকেই সুবিধাজনক বলে মনে করলেন। কেউ আর সর্বভারতীয় স্তরে যাওয়ার কষ্ট করলেন না।"

একদলীয় প্রাধান্য :- স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় মনে করা হতো কংগ্রেস' ই ভারত। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কথা ভাবাই যেত না। তাই বলে এই নয় যে, অন্য রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ছিল না। বাম দলসহ অন্যান্য অনেক দল সেই সময় থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে কংগ্রেস দল। এমনকি রাজ্য গুলিতে কংগ্রেস দলের সরকার গঠিত হতে থাকে। কংগ্রেসের এই ধরনের প্রাধান্যকে রজনী কোঠারি Congress System বলে অভিহিত করেছেন অন্যদিকে মরিস্ জোনস্ কংগ্রেসের প্রাধান্যকে One Domination Party System বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৭৭ সালের পর থেকে ভারতে জোট রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে তবুও জোট সরকারের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কখনো সেটির জনতা দলকে কেন্দ্র করে কখনো বা কংগ্রেস দলকে আবার কখনো বিজেপি দলকে কেন্দ্র করে এই প্রাধান্য কারী ব্যবস্থা আবর্তিত হতে

থাকে। অর্থাৎ জোটে নির্দিষ্ট একটি দল অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যে সেই দলেরই সরকার গঠিত হতে দেখা যায়।

২০১৪ সালের পর থেকে ঠিক একই রকম পরিস্থিতি বিজেপিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে শুরু করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে NDA ৩৫৩টি আসন লাভ করে, তবে এই আসনের মধ্যে বিজেপি দল একাই ২৮২ আসন অর্জন করে। এমনকি ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে বিজেপি ২০টি রাজ্যে সরকার গঠন করে আধিপত্য বিস্তার করে। একই রকম ভাবে ২০১৯ সালের নির্বাচনে NDA মোট ৩৫৬টি আসন অর্জন করে, তার মধ্যে ৩০৩টি আসন বিজেপি অর্জন করে। বর্তমানে রাজ্যগুলোতে বিজেপির কিছুটা প্রভাব কমলেও এখনও ১২টি রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। সুতরাং এইরকম পরিস্থিতি কংগ্রেস ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই বর্তমানে বেজেপি' র আধিপত্যমূলক রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে একে BJP System বলা যেতে পারে।

তবে বলা যেতে পারে বিজেপি দলের এই ধরনের আধিপত্যের পশ্চাতে কংগ্রেস দলের ব্যর্থতা, দুর্নীতি দায়ী। একই রকমভাবে NDA-এর শরিক দলগুলোর সহায়তায় এত বেশি আসন লাভ করেছে।

সাম্প্রতিক রূপ :- ২০২৩ সালের ১৮ জুলাই কংগ্রেসসহ ২৬টি দল মিলিত হয়ে I.N.D.I.A (Indian National Developmental Inclusive Alliance) নামক এক নতুন জোট গড়ে তোলে। এই জোটের প্রধান দল কংগ্রেস হলেও আঞ্চলিক দল হিসেবে TMC, CPI, DMK, NCP, RJD, JD(U), SS(UBT), SP প্রভৃতি এবং AAP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ঐ একই দিনে বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী ৩৮টি দল নিয়ে নতুন ভাবে NDA(New India, Developed Nation, Aspiration of People of India)-এর নাম ঘোষণা করেন। এই জোটেও প্রধান দল হিসেবে বিজেপি থাকলেও AGP, NPP, AJSUP, AIADMK, SS, NDPP প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে অথবা বেজিপির আসন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মূল্যায়ন :- আলোচনার সুবাধে একথা বলা যায়, ভারতীয় বর্তমান রাজনীতি জোট রাজনীতির উপর নির্ভরশীল। তবে এই জোট রাজনীতি একদিকে যেমন নির্দিষ্ট একটি দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। অন্যদিকেও আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমনকি জাতীয় রাজনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। আগামী দিনে ভারতীয় রাজনীতির রূপচিত্র আঞ্চলিক দলগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে

না, ভারতীয় দলীয় রাজনীতিতে এখনও বিজেপি ও কংগ্রেস দলের প্রাধান্য রয়েছে। এমনকি এই দুটি প্রধান দল ছাড়া ভারতীয় দলীয় রাজনীতি ভাবা যায় না। জনমানসে এই দুই দলের প্রভাব রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, আঞ্চলিক দলের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি দলের আধিপত্য থেকে যাবে, কেনোনা এই দুটি দলের বিকল্প রূপে অন্য কোন দলই সেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

তথ্য ঋণ :-

১. ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার পথ পরিক্রমা – সোমা ঘোষ, নিবেদিতা পাল, রাখী বণিক; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২. Indian Polity – M. Laxmikanth; Mcgrawhill Private Limited.

৩. ওয়েবসাইটঃ https://www.bbc.com/bengali/news/2014/04/140411_mb_india_elex_regionalism

রাজনৈতিক দল ও ভোট কুশলী ব্যবস্থাপক সম্পর্ক: চিরায়ত ভোট প্রচার প্রক্রিয়া কি বদলাচ্ছে?

প্রসেনজিৎ সাহা, সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভূমিকা:

অন্য সবকিছুর মতোই ভারতীয় গণতন্ত্র পরিবর্তনশীল। বিশেষত: বিগত কুড়ি বছরে বিশ্বায়নের পরবর্তীতে তথ্যপ্রযুক্তির কারণে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা এবং জনসংযোগ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোও অনেক বেশি করে প্রযুক্তি নির্ভর এবং প্রফেশনাল দক্ষ থাকে কাজে লাগানোর জন্য বিশেষভাবে পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আমরা এই প্রবন্ধে ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় যেন সংযোগ বা প্রচারের যে নতুন ধারা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করব। মূলত ২০১৪ এবং ২০১৯ এর ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনকে ও 'whatsapp election' বলা হয়ে থাকে। এর এই সময় থেকেই তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা যারা রাজনৈতিক প্রচারের রণকৌশল ঠিক করবে এবং তথ্যভিত্তিক ভোটারদের মানসিকতাকে কিভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুকূলে আনা যায় তার জন্যই কি ধরনের যুক্তিসংগত বর্ণনা তৈরি করা যায় কাজ করে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রাজনৈতিক দল ও পেশাদারী পরামর্শদাতা সংস্থার রসায়ন: ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই শিল্প ক্ষেত্রটি ৪০ থেকে ৪৭ মিলিয়ন ডলার এর ব্যবসা করেছিল যা ২০১৮ তে দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে সবচেয়ে বেশি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহক এবং সমাজ মাধ্যম

ব্যবহারকারী উপস্থিত সেখানে এই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রচার, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা এবং জনমত তৈরি করবার নির্দিষ্ট কৌশলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের তথা নির্বাচনের সনাতনী ধ্যান ধারণাকে অনেকটাই পরিবর্তন করছে।রাজনৈতিক দলগুলি এই সমস্ত পেশাদারী কর্মদক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং ব্যবস্থাপকদের দলের সাংগঠনিক নীতি নির্ধারণকে বাদ দিলে বাকি সকল কিছুর দায়িত্বই প্রদান করছে। এবং কিভাবে কোন সিদ্ধান্ত জনগণের পক্ষে দলের অনুকূলে যাবে সেটিও পরামর্শদান করছে ভারতবর্ষের জনপ্রিয় রাজনীতির এক অন্যতম অধ্যায়।

রাজনীতিতে পেশাদারী সংস্থার প্রভাবের উৎপত্তি বা সূচনা: রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে জনসংযোগ তৈরি করতে হয় এবং নির্বাচনের আগে তাদের প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে এটিকে অন্যতম ভিত্তি বলা যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে কোন কৌশলে, কি ধরনের বিজ্ঞাপনে বা প্রচারের সাহায্যে জনগণের মনোরঞ্জন করা যেতে পারে বা দলের অনুকূলে জনগণের সমর্থন আদায় করা যেতে পারে তার পরামর্শ প্রদান করে থাকে। তবে বিষয়টি একেবারে নতুন নয়। 1930 এর দশক থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন কৌশল এবং রাজনৈতিক সভা সমিতির ক্ষেত্রে এক ধরনের আখ্যান বা কাহিনী তৈরি করবার উদাহরণ রয়েছে সেই সময় থেকে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এই ধরনের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদানকারী সংস্থার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষিত প্রফেশনাল দের কাছ থেকে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে শুরু করে। যদিও ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 'political consultant' ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং লাভজনক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি যারা এ ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে দলগুলির সম্পর্ক তৈরি হয়। আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপ তো বটেই পরবর্তীতে উত্তর উপনিবেশিক দেশ যেমন ভারতেও এর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বলা যেতে পারে এই পর্ব থেকেই এই সমস্ত পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি রাজনৈতিক জনসংযোগ প্রচার প্রভৃতি কৌশলের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে প্রচার অভিযানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এরা নেতৃত্ব এবং জনগণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে উভয়কেই প্রভাবিত করতে। আমরা যদি ২০১৪ সালের ভারতবর্ষের জাতীয় সাধারণ

নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখা যাবে প্রথমবার ব্যাপকভাবে এবং প্রকৃত অর্থে এই রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে রাজনৈতিক প্রচারে প্রভাব বিস্তার করে। মূলত এরা পর্দার আড়ালে থেকে প্রক্রিয়া গুলি তৈরি করে দেয় এবং সেই অনুসারে দলের পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী এবং কাঠামো জনসংযোগের কাজটি করে। এই সমস্ত প্রফেশনাল কর্মীরা কখনোই সরাসরি জনগণের সংযোগে আসেন না, এরা শুধু গাইডলাইন নির্দেশিকা কৌশল স্থির করেন মাত্র। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার গঠন কাঠামোর সঙ্গে এই সমস্ত পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির সম্পর্ক এক বৈধতার রূপ নেয়। রাজনৈতিক কর্মীরা ধীরে ধীরে নেতাদের পাশাপাশি এই সমস্ত পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির কৌশল মতামত এবং জনসংযোগ প্রক্রিয়াকে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। এ ধরনের সংস্থাগুলি জনগণের তথ্য, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, তাদের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর সমীক্ষা পূর্বক জনগণের দাবিকে রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারকের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সেই অনুসারে তাদের নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করে। বিপুল পরিমাণ পরিসংখ্যান তথ্য এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এরা কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। আর এখানেই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের একটা বিরাট জায়গা তৈরি হচ্ছে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। শুধুমাত্র ব্যাংকিং শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ তথ্য বিশ্লেষকদের প্রভাব বেড়েছে তা নয় রাজনৈতিক প্রচার বা দলগুলির পরিচলন ব্যবস্থাতেও বিরাট অংশ জুড়ে এই প্রফেশনাল পরামর্শদাতাদের ব্যবস্থাপকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে পারে একজন মন্ত্রী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার পর যেমন আমলাদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন তাদের প্রফেশনাল স্কিলকে কাজে লাগিয়ে নীতি নির্ধারণ করেন, ঠিক একই রকম ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা লাভের জন্য ওই ধরনের দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক এবং বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের বেসরকারি ভাবে তাদের প্রয়োজনে কাজে লাগাচ্ছে। এই সমস্ত প্রফেশনাল প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদের মূল পার্থক্য হল এরা কৌশল নির্ধারণ করে মাত্র জনগণের মানসিকতাকে বুঝতে কোন ধরনের প্রচার কার্যকরী হবে তা নির্ধারণ করে মাত্র কিন্তু সেই সব কৌশলকে বাস্তবায়িত করে জনসংযোগ রক্ষা করে দলের কর্মীরাই।

বাস্তবে এই ধরনের প্রফেশনাল কর্মীদের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে অনেক বেশি সুসংগঠিত প্রফেশনাল প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা আগে একেবারেই অসংগঠিত এবং বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল সেগুলো অনেক বেশি নিয়মিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মানুগ হচ্ছে। আচ্ছা শুধুমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই আউটসোর্সিং ঘটছে তা নয় রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মূল যে এজেন্ডা ক্ষমতা লাভ সেটি কোন প্রক্রিয়ায় হবে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে কোন প্রক্রিয়ায় প্রচার কৌশল নির্ধারণ হবে পুরো বিষয়টি তৃতীয় পক্ষ এই প্রফেশনাল ব্যবস্থাপকদের প্রদান করছে অর্থের বিনিময়ে এবং এই ধরনের ব্যবস্থাপক সহযোগিতা তাদের দক্ষতা কি কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যাশা কে পূরণ করবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নিজস্ব যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব সেগুলি মূলত বিভিন্ন প্রফেশনাল কোম্পানিগুলোর বা পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির দ্বন্দ্বে পরিণত হচ্ছে। যে সংস্থা যে রাজনৈতিক দলকে জয় এনে দিতে পারছে। তাদের বাজার মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামোর উপর ভিত্তি না রেখে এই ধরনের ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলির কাছে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে নির্বাচনী বৈতরণী পার করবার জন্য যেটি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক নতুন অধ্যায়। বিভিন্ন শিল্পে যেমন প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনি কে কোন কৌশলে ঠিকঠাকভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে এই নির্বাচনী সাফল্য এনে দিতে পারে তার মধ্যেও এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দেশের এক এক রাজনৈতিক দল (কেন্দ্র এবং রাজ্যে) একেক রকম এই পরামর্শদানকারী সংস্থাকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব বৃদ্ধি: পূর্বে ২০১২ সালে এইরকম একটি প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছিলাম যখন রাজনৈতিক প্রচার বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব দলের পক্ষ থেকে অন্য একটি সংস্থাকে দেওয়ার চিন্তাভাবনা হতো। এমনকি 1989 খ্রিস্টাব্দে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী সময়ও ভারতবর্ষের অন্যতম বিজ্ঞাপন সংস্থা Rediffusion কে বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে জনসংযোগ বা প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০০৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন From Worldwide নামক সংস্থাকে যেটি আন্তর্জাতিক স্তরে খুব বিখ্যাত ছিল যারা স্যামসাং এবং hyundai কোম্পানির হয়ে কাজ করেছেন তাদের কে নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সেই সময় তারা স্লোগান

তোলে India Shining । কিন্তু প্রচার ভারতীয় জনতা পার্টি কে সাফল্য এনে দিতে পারেনি। এরপর থেকেই বোঝা যায় শুধুমাত্র স্লোগান বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে জনমানুষের মতামত কে দলের অনুকূলে আনা যাবে না এর জন্য দরকার সমীক্ষা, কৌশল, তথ্য ও প্রযুক্তি সামগ্রিকভাবে দলের যে দায়িত্ব পূর্বে ছিল তার ধরন বদলাতে হবে। আর সেই কারণেই পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক শুরু হয়। আর এই পর্ব থেকেই ব্যবসায়িক এবং প্রফেশনাল তথ্যপ্রযুক্তি চিন্তাভাবনাকে রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে। কিভাবে জনগণের মতামত কে প্রভাবিত করা যায় প্রভাব সরাসরি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদেরকে দিয়ে প্রচার না করিয়েও অতি দ্রুত রাজনৈতিক দলের প্রোপাগান্ডা কে অনেক আগে থেকেই জনমানুষে ছড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুকূলে মতামত তৈরির কৌশলী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই পরামর্শদানকারী সংস্থাগুলি করতে শুরু করে। ভারতের মোট জনসমষ্টির প্রায় ৬৪% মোবাইল ব্যবহার করেন। ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে। এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে এই পরামর্শদানকারীর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি খুব সহজে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কথাবার্তা চিন্তাভাবনা সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সহজে জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে। ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ এক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক প্রচারের। যদিও ক্ষেত্রে বহুবার তারা সমালোচিত হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি খুব একটা বদলাইনি। সমস্ত সমাজ মাধ্যম সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে তাদের প্রোপাগান্ডা কে প্রচার করতে সাহায্য করেছে এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ২০১৪ সালের তথ্য কে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ভারতবর্ষের Associated Chambers of Commerce and Industry of India এটি হিসাব দেয় যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৫০ টি এরকম সংস্থা রয়েছে যারা দাবি করছে তারা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করেছে। Cambridge Analyatica, IPAC, Jarvis Consulting and Association Billion Mind এইরকম সংস্থাগুলির প্রভাব সর্বজনবিদিত । যদিও প্রশান্ত কিশোরের IPAC উদ্ভব হয়েছিল অন্য একটি সংস্থার হাত ধরে যেটা এর আদি রূপ সেটি হল Citizens for Accountable Governance। ২০১৪ সালের নরেন্দ্র মোদির বিপুল জয় এই সংস্থার বিরাট ভূমিকা ছিল। আর তারপর থেকেই

সংস্থার জনপ্রিয়তা ক্রমশ ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোদি ২০১৪ নির্বাচনের পরেই CAG দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে IPAC এবং Citizen Alliance। এই সংস্থার কর্মীর সংখ্যা সংখ্যা ২০১৬ সালে যেখানে 50 থেকে 60 জন ছিল এখন সেটি ২০১৯ এ ৬০০ তে এসে দাঁড়ায়।

রাজনীতি নিরপেক্ষ ভূমিকা: পেশাদারিত্বই এদের মূল যেহেতু এই সমস্ত পরামর্শ ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলির কাছে অন্যতম লক্ষ্য তাদের ক্লায়েন্ট তথা রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী বৈতরণী পার এবং তার বিনিময়ে তারা মোটা অংকের প্রফেশনাল ফিফ বা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তাদের কাছে রাজনৈতিক দল (সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাকে জিতিয়ে দেওয়াটা বড় কাজ)। এই সকল ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনের বহু আগে থেকেই নির্দিষ্ট নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে অত্যন্ত গভীর এবং নীরব সমীক্ষায় যুক্ত থাকে মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চক্রে যোগদান করে এবং প্রত্যেকটা বুথ ভিত্তিক ইলেকট্রোরাল রোল বা ভোটার লিস্টের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরে ধরে তাদের তথ্যপঞ্জি তৈরি করে তাদের মানসিকতাকে যাচাই করা হয় এবং সেই অনুসারে ওই অঞ্চলের প্রার্থী বা প্রচার কৌশল নির্ধারণ করে রাজনৈতিক দলকে পরামর্শ দেয়া হয়। সব জায়গার জন্য একই রকম নয় যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন কৌশল অবলম্বনের সূচনা দেওয়া হয়। এদের কাজ অনেকটা নিরপেক্ষ সংস্থার মত দিয়ে দলকে সহযোগিতা করে কোন প্রার্থী দাঁড়ালে কি প্রক্রিয়া হতে পারে কোন কোন জায়গায় রাজনৈতিক দলকে কি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে রাজনৈতিক দলকে পরামর্শ দেয় একই সঙ্গে সমাজ মাধ্যম ব্যবহারের কৌশলও সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা তাদের কর্মসূচি বা কর্ম প্রক্রিয়া সহজ করবার জন্য যেমন সফটওয়্যার ডেভলপার সংস্থাগুলিকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে তাদের কাজের আউটসোর্সিং করে কাজকে অনেক সহজ করে তোলে শুধু সমস্যাটা তাদেরকে বলে দিতে হয়। বাকি কাজ প্রযুক্তিবিদরায়ই করে দেয়। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলি একইরকম পন্থা অবলম্বন করে। তারা শুধু তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের লক্ষ্য বলে দেয় তাদের প্রতিপক্ষ এবং তাদের দৃঢ়তার জায়গা বলে দেয় বাকি কাজ সবটাই এই প্রযুক্তিবিদ ব্যবস্থাপক সংস্থা মিলিয়ে রাজনৈতিক দলের স্বার্থে করে দেয়। এরা নিজেদের রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ কখনো দেখেনা বা তাদের রাজনৈতিক মূল্যবোধকে কাজের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেয় না। এরা

এক্ষেত্রে পলিটিক্যালি নিউট্রাল বা পলিটিক্যালি অবজেক্টিভিটি আদর্শকে অনুসরণ করে এবং একজন যথার্থ কর্মীর প্রফেশনাল স্কিল কে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্লায়েন্টের স্বার্থকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে মনে করে এবং গুরুত্ব দেয়।

উপসংহার:

প্রচলিত সনাতনী গণতন্ত্রের যে রাজনৈতিক দলের কাঠামো এবং ভূমিকা এবং জনগণের সঙ্গে তাদের যে যোগাযোগ সেগুলি ক্রমশ দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি তাদের সংগঠন তাদের প্রচার তাদের বিজ্ঞাপন সবটাই নির্ধারিত হচ্ছে এই বহিরাগত কোন ব্যবস্থাপক সংস্থার দ্বারা যারা রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত নয় তারা কেবল তাদের প্রফেশনাল বা শিক্ষাগত দক্ষতা থাকে কাজে লাগাচ্ছে রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ধীরে ধীরে যে পথে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এগোচ্ছে তাতে একটা সময় রাজনৈতিক দলগুলির উপরে এই সমস্ত ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলি তাদের দক্ষতা এবং যোগ্যতার কারণে ব্যাপক আধিপত্য তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে মনে হচ্ছে। যত বেশি সুকৌশলে তথ্যকে ব্যবহার করে প্রচারকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে বা অনুকূলে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারবে ততই এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

ঋণ স্বীকার:

1. Anuradha Sajjanhar ; Professionalizing Election Campaigns: The Emergence of Political Consulting, Economic and Political Weekly, Vol.no.56, Issue no. 44, 30 Oct, 2021.

3rd Semester in POLITICAL SCIENCE (2023)

SL NO:-	REG NO:-	NAME	RESULT	SGPA
1	021768	RUBINA KHATUN	QUALIFIED	6.08
2	021780	ANUPAM SAHA	SUPPLEMENTARY	
3	021796	SUJOY MONDAL	SUPPLEMENTARY	
4	021791	SAHEL SHAH	QUALIFIED	5.69
5	021781	APURBA HALDAR	SUPPLEMENTARY	
6	021792	SAID ANUWAR SHAH	SUPPLEMENTARY	
7	021757	DARSANA MONDAL	SUPPLEMENTARY	
8	021774	SUSMITA MONDAL	SUPPLEMENTARY	
9	021765	RIMI BISWAS	SUPPLEMENTARY	
10	021770	SAMIYA KHATUN	SUPPLEMENTARY	
11	021759	JAHERA KHATUN	QUALIFIED	6.0
12	021771	SHAHANAJ PARVIN	SUPPLEMENTARY	
13	021786	MD BIN SAYED	SUPPLEMENTARY	
14	021784	KAMRUJJAMAN BISWAS	SUPPLEMENTARY	
15	021789	NILAY SARKAR	QUALIFIED	5.62
16	021787	MEHABUR HOSSEION MONDAL	SUPPLEMENTARY	
17	021782	BARKAT ALI SHAIKH	SUPPLEMENTARY	
18	021783	BISHNU SARKAR	SUPPLEMENTARY	
19	021793	SANDIP KARMAKAR	SUPPLEMENTARY	
20	021767	RIYANKA MONDAL	SUPPLEMENTARY	
21	021763	PRITHA BISWAS	SUPPLEMENTARY	
22	021760	LABANI SARKAR	SUPPLEMENTARY	

NAAC Visit 1st Cycle

Date: 5th এবং 6th April, 2023

কিছু মুহূর্ত Peer team member দের সঙ্গে

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের বিগত ৫৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কলেজে NAAC এর পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে এবং কলেজ B+ Grade (score 2.62) লাভ করেছে যা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ নদিয়া জেলার কলেজগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। সার্বিকভাবে সফল সকলের সহযোগিতায় এটি সম্পূর্ণ হয়েছে যা আমাদের কাছে খুবই গর্বের।

শিক্ষার্থীদের সাফল্য (SET)

Certificate No. : WBCSC20230242

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

(Accredited by the UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi)

(Valid in the State of West Bengal only)

SET Ref. No. WBSET/24-0242 *Roll No.* 13017085

Certified that RAJESH ROY

Son/Daughter of SHANTANA ROY *(Mother)*

and BHUPEN ROY *(Father)*

has qualified the West Bengal SET for eligibility for Assistant Professor held on 08.01.2023 in the Subject POLITICAL SCIENCE

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of 24th SET result, i.e., 27.02.2023 or the date of completion of Master's degree/equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of 24th SET result, i.e., by 27.02.2025, whichever is later.

The authenticity of the certificate should be verified from WBCSC by the Institution/Appointing authority. This certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the certificate.

Validity of this certificate is forever.

Dipak Kumar Kar

Dr. Dipak Kumar Kar
MEMBER SECRETARY
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Soma Bandyopadhyay

Professor (Dr.) Soma Bandyopadhyay
CHAIRMAN
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Date of Issue : 31.03.2023

Note : The West Bengal College Service Commission has issued the certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the WBCSC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for SET as laid down in the notification for WBSET.

রাজেশ রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ২০১৯ সালে উত্তীর্ণ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে 2022 সালে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে পঠন-পাঠনের অধ্যাপিকা অধ্যাপক নির্বাচনের প্রাথমিক পর্বের State Eligibility Test সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন.

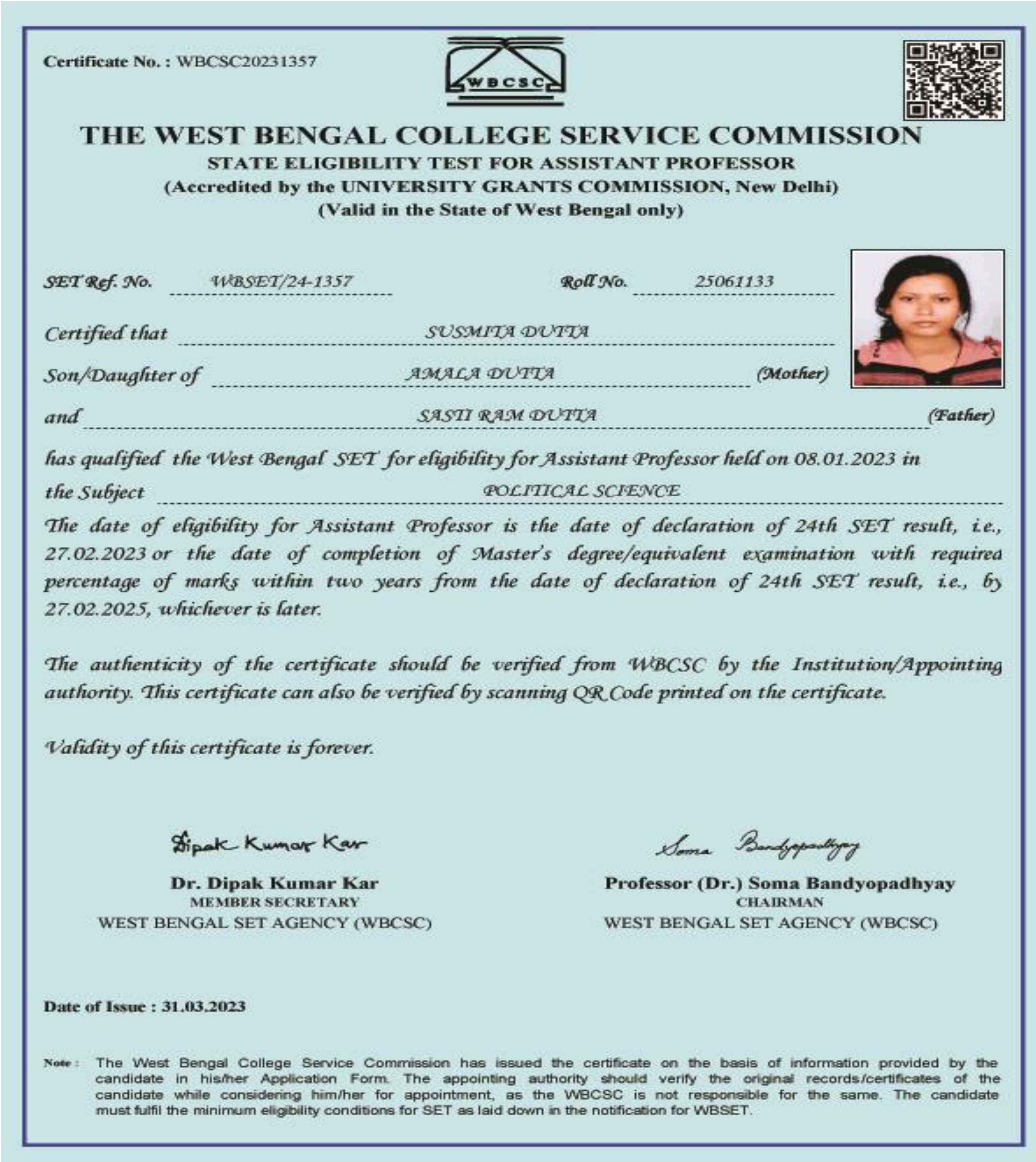

Certificate No. : WBCSC20231357

WBCSC

THE WEST BENGAL COLLEGE SERVICE COMMISSION

STATE ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

(Accredited by the UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi)

(Valid in the State of West Bengal only)

SET Ref. No. WBSET/24-1357 *Roll No.* 25061133

Certified that SUSMITA DUTTA

Son/Daughter of AMALA DUTTA *(Mother)*

and SASTI RAM DUTTA *(Father)*

has qualified the West Bengal SET for eligibility for Assistant Professor held on 08.01.2023 in the Subject POLITICAL SCIENCE

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of 24th SET result, i.e., 27.02.2023 or the date of completion of Master's degree/equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of 24th SET result, i.e., by 27.02.2025, whichever is later.

The authenticity of the certificate should be verified from WBCSC by the Institution/Appointing authority. This certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the certificate.

Validity of this certificate is forever.

Dipak Kumar Kar

Dr. Dipak Kumar Kar
MEMBER SECRETARY
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Soma Bandyopadhyay

Professor (Dr.) Soma Bandyopadhyay
CHAIRMAN
WEST BENGAL SET AGENCY (WBCSC)

Date of Issue : 31.03.2023

Note : The West Bengal College Service Commission has issued the certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the WBCSC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for SET as laid down in the notification for WBSET.

সুস্মিতা দত্ত করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ২০১৯ সালে উত্তীর্ণ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ সাফল্যের সঙ্গে ২০২২ এ মহা কলেজে পঠন-পাঠনের অধ্যাপক অধ্যাপিকা নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় State Eligibility Test সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রাক্তনীর কলমে

আমার চোখে আমার কলেজ

সৌম্যদ্বীপ কর্মকার , প্রাক্তন ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক ও Cadets, NCC unit, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

ঠিক এমন সময় আমাকে আমার কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা লিখতে বলা হলো যখন আমার জীবনের এক অন্যতম অবলম্বন আমার সহপাঠী বিক্রম হালদার মাত্র ১৫ দিন আগে আমাদের সকলকে ছেড়ে অন্য লোকে চলে গেছে। কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়েছি তা বলতে পারব না। কলেজের স্মৃতিকে লিখতে গেলে আজ বারবার বিক্রমের কথা মনে পড়ছিল সে কারণেই শুরুতে ওর কথা বলে রাখলাম।

দারিদ্র্যকে ভিত্তি করেই আমাদের জীবন। এ জীবনে কোনদিন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবো কলেজে ভর্তি হব এটা দিবা স্বপ্নের মত মনে হতো, যখন উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছি তখন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হলাম তাও আবার অনার্স নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান । সবার কাছ থেকেই একটু কেমন যেন তাচ্ছিল্য ভাব। তীব্র তাচ্ছিল্য ভাব সত্ত্বেও কিভাবে আমাদের স্নাতক পর্ব শেষ হলো করিমপুর পান্নাদেবী কলেজে সেই স্মৃতি ধরা রইল আমাদের বিভাগীয় এই পত্রিকায়।

স্মৃতি হল সেই ডায়েরি যা আমরা সবাই আমাদের সাথে বহন করি। স্মৃতি এমন একটি সুন্দর জাদু, যা সময়ের ঝলকে বোঝা যায় না। এটি আমাদের জীবনের মৌলিক অংশ যা আমাদের পেছনে ছুটে যায় না, বরং সব সময় আমাদের সাথে থাকে। এটি আমাদের সৃজনশীলতা, আত্ম-উন্নতি, এবং পরিস্থিতির মূল্যায়ন সৃষ্টি করে। স্মৃতির মাধ্যমে, আমরা আমাদের গতি এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং যে অবস্থান থেকে আসছি সেটি সম্মান করতে পারি। যদিও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনা, সমন্বয়ে গঠিত মানব জীবন।গতিময় জীবন ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলার কিন্তু তাও পিছনে ফিরে তাকাতেই যেন বেশি ভালো লাগে।

আমার জীবনের স্মৃতিচারণের যে অধ্যায় তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল কলেজ জীবনের স্মৃতি যা কখনোই ভোলার নয়। যদিও কলেজ জীবনটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারিনি করোনা নামক এক মহামারীর কারণে, তাও যতোটুকু করেছি ততটুকুই আমার মনের মনিকোঠায় এখনো স্মৃতি হয়ে গেথে রয়েছে। এখন প্রায়ই আমার এই কলেজ জীবনের স্মৃতি মনে কড়া নেড়ে ওঠে আর প্রায়ই আমি ডুবে যাই এই স্মৃতির পাতায় সেই সময়ে ।

কলেজে প্রবেশ 2018-2019: স্কুল জীবন শেষে ভারাক্রান্ত মন, কিছু স্মৃতি ও কিছুটা কলেজে পড়ার আবেগ নিয়ে শুরু হলো কলেজ জীবন। কলেজের প্রথম দিন অপরিচিত জায়গা নতুন পরিবেশ এবং অচেনা সব মানুষ সবই মিলেমিশে কেমন যেন একা একা লাগছিল। সেই দিনটাই প্রথম প্রথম স্কুল জীবনটার কথা খুব মনে পড়ছিল।তারপর প্রথম ক্লাসে আসেন আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. প্রসেনজিৎ সাহা। তিনি প্রথম ক্লাসে ঢুকে সকলের সাথে পরিচয় বিনিময় করে কতগুলি কথা বলেছিলেন যেমন কলেজের নিয়ম-কানুন এবং আমাদের সবাইকে সবার সাথে যথার্থভাবে কুশল বিনিময় করে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলার ও নতুন সিলেবাস সম্পর্কে কিছু বলেন এইসব কথার মধ্যে একটি কথা আমার এখনো মনে পড়ে যেটা তিনি বলেছিলেন যে "এতদিন তোমরা যা পড়ে এসেছ সেটা ছিল একটা পুকুরের সমান, এবার তোমরা সমুদ্রে এসে পড়লে" আমাদের সময় থেকেই যেহেতু সেমিস্টার সিস্টেমে পঠন পাঠন চালু হয় তাই তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে সবাই যেন ঠিকমতো পড়াশোনা করে কারণ এই কলেজ জীবনের ভালো ফল পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। স্যারের বক্তব্য ছিল খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর পরবর্তী ক্লাসে আসেন আমাদের কলেজের অতিথি অধ্যাপক নির্মল মজুমদার তিনিও আমাদের কলেজ সম্পর্কে অনেক কিছুই ধারণা দেয় এবং কিভাবে আমরা পড়াশোনা করবো এ সম্পর্কেও বলেন। তার কিছুদিন পরেই স্যার নির্মল মজুমদার হাই স্কুলে চাকরি পাওয়াই আমাদের এখান থেকে চলে যান এবং আমরা স্যারকে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় জানায়। তারপর আমাদের কলেজে আসে অধ্যাপক শফিউল ইসলাম খান স্যার,স্বপন কুমার বিশ্বাস স্যার, মৃণাল সিংহ স্যার ও অধ্যাপিকা রিঙ্কি বিশ্বাস এনারা প্রত্যেকেই খুব সুন্দর করে যত্ন সহকারে ক্লাস নিতেন এবং তারা আমাদের যেকোনো সমস্যার খুব সুন্দর ভাবে সমাধান করে দিতেন।

আমাদের বিভাগ আমাদের পরিবার: আমাদের বিভাগের প্রত্যেক স্যার ম্যাম যেমন একদিকে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত তেমনি তার পাশাপাশি পিতা মাতার মতো শাসন ও করতো। আমরা সকলেই আমাদের জীবনের যেকোনো সমস্যার কথা আমাদের স্যার ম্যামদের জানাতে পারতাম এবং তারা সেই সমস্যার সমাধান এমনভাবে বের করে দিত বা সেই বিষয়টা এমন ভাবে বুঝিয়ে দিত যে সেই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেতাম। এভাবেই স্যার ও ম্যামদের সাথে ধীরে ধীরে এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এর সাথে সাথে ক্লাসের প্রত্যেকের সাথে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলো। স্যারদের ক্লাস করতে এতটাই ভাল লাগত যে ক্লাস যখনই হোক না কেন কখনোই আমরা ক্লান্তি অনুভব করতাম না ক্লাসে বেশ হাসি মজার মধ্য দিয়ে স্যাররা আমাদের খুব

ভালো ভাবে পড়ার বিষয়গুলো পড়াতেন কখনো পিতা মাতার মত শাসন করতেন আবার কখনো বন্ধুসুলভ আচরণও করত। বিশেষ করে আমাদের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. প্রসেনজিৎ সাহা মহাশয় যখন ক্লাস নিতেন তখন পড়া বোঝানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে যে ছোট ছোট গল্পগুলো বলতো সেগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগতো এবং সেই গল্পগুলো আমাদের একজন প্রকৃত মানুষ তৈরি হতে অনেক সাহায্য করে ও জীবনে চলার পথ অনেকটাই সুগম করে।

বিভাগের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা: আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে দুটো ন্যাশনাল সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল।প্রথমটি হল "National Seminar on Locating State and Society in Indian Political Thought" (12th এবং13th March, 2020) এবং দ্বিতীয়টি "Natinal Seminar on Cultural Diversity of India; A Multidimensional Approch" (09th এবং 10th September, 2022)এই দুটি। সেমিনারে দুদিন ধরে বিভিন্ন College ও University থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই দুটি সেমিনার থেকে আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি এবং খুব আনন্দ করেছিলাম।

এনসিসির সদস্য হিসেবে: এরই মাঝে সেই বছরই প্রথম আমাদের কলেজে এন সি সি আসলো এবং আমি এন সি সি তে ভর্তি হলাম। এনসিসি তে ভর্তি হওয়ার পর আমার আরেকটি স্যারের সাথে পরিচয় হলো যিনি আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস তিনি আমাদের কলেজের এন সি সি ইউনিটের এ এন ও স্যার হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর শুরু হল সপ্তাহে দুদিন করে এন সি সি ক্লাস কোন সময়ই আমি চাইতাম না যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্লাস কখনো মিস যাক তাও সপ্তাহে যে দুদিন এনসিসি ক্লাস থাকতো সেই দুইদিন এর মধ্যে একদিন করে একটা ক্লাস থাকত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্লাস মিস করে এন সি সি ক্লাস করতে যেতাম স্যারের অনুমতি নিয়ে। এনসিসি তে ভর্তি হওয়ার পর আবার কিছু নতুন বন্ধু বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক তৈরি হলো হেসে খেলে বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়ে ভালোই চলছিল কলেজ জীবন।

করোনা মহামারী পর্বে: কিন্তু হঠাৎ করেই কেমন জানি সব এলোমেলো হয়ে গেল, আমাদের শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় সেমিস্টারের পর করোনা মহামারীর কারণে লক ডাউন শুরু হল কলেজে যাওয়া পড়াশোনা সবই বন্ধ হয়ে গেল। তারপর শুরু হল গুগল মিট অ্যাপ এর মাধ্যমে অনলাইনে ক্লাস যদিও স্যার অনলাইনে লাইভ ক্লাস নিত তবুও স্যার এমন ভাবে পড়াতেন আমাদের যেন মনে হতো না যে আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি এর পাশাপাশি স্যার গুগল ক্লাস রুমে প্রতিদিনের পড়ার যে বিষয় তার প্রশ্ন-উত্তর সবই পাঠিয়ে দিতেন নিয়মিত আমরা সেগুলো খাতায় তুলে নিতাম।আমাদের

জীবনের বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রসেনজিৎ স্যার E-পত্রিকা বের করার কথা বলেন। এই E-পত্রিকাটি প্রতি 6 মাস পরপর বের হয় । এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী প্রচেষ্টা।

তারপর আমাদের শিক্ষাবর্ষের সিক্স সেমিস্টারের পরীক্ষার একটি পার্ট ছিল যেকোনো একটি বিষয়ের ওপর রিসার্চ পেপার জমা দেওয়া। এই রিসার্চ পেপারটি করতে গিয়ে আমরা যেমন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তেমন বিভিন্ন ভালো অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি অনেক মানুষের সাথে কথা বলতে হয়েছে অনেক কাছে থেকে সেই সমস্যাটা দেখেছি। এই রিসার্চ পেপারটি তৈরিতে অধ্যাপকেরা প্রচুর পরিমাণে আমাদের সাহায্য করেন । যদিও সেই সময় কলেজ বন্ধ ছিল তবুও অনলাইনে বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। যেহেতু আমাদের ফোর্থ সেমিস্টার, ফিফথ সেমিস্টার ও সিক্স সেমিস্টার পরীক্ষা অনলাইন মুডে হয়েছে তাই আমাদের কলেজ লাইফ টাও শেষ হয়েছিল এক বেদানা ভরা স্মৃতি নিয়ে কারণ আমরা শেষ বেলায় কোন বন্ধু বান্ধবীদের সাথে এক হতে পারিনি এবং স্যার ম্যাডামদের সাথেও দেখা করতে পারিনি করোনার কারণে কলেজ বন্ধ থাকায়। এভাবেই আমাদের কলেজ জীবনের ইতি হয়ে যায়। তিনটে বছর, একটা অধ্যায়ের শেষ হল। এরপর জীবনের পথগুলো সবার অনেকটা বদলে গেলো। শুরু হয়ে গেলো জীবনের আসল লড়াই। কেউ নতুন চাকরি, আবার কেউ মাস্টার্সের জন্য পাড়ি দিলো অন্য শহরে। কতো বন্ধুর মুখ হারিয়ে গেলো, কতজনের সাথে আর দেখা হলো না। কলেজ জীবনের স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে অফলাইন-অনলাইনের যুদ্ধ, ক্লাস রুমের আড্ডা, কলেজ ক্যান্টিন, কাকুর দোকানের চা, আরও কতোকিছু। যা হয়তো লিখে শেষই করা যাবে না। প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক কলেজের সঙ্গে শেষ হলেও শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজও বড় নিবিড়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ কতটা পেয়েছি সেটা জানি না তার মূল্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয় করেছে কিন্তু জীবনে চলার পথে যে মূল্যবোধ প্রয়োজন সেটা আমি বিভাগ থেকে অর্জন করেছি । আর তাতেই আমার জীবন সার্থক।

পুস্তক পর্যালোচনা

ফারহিন খাতুন, দ্বিতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

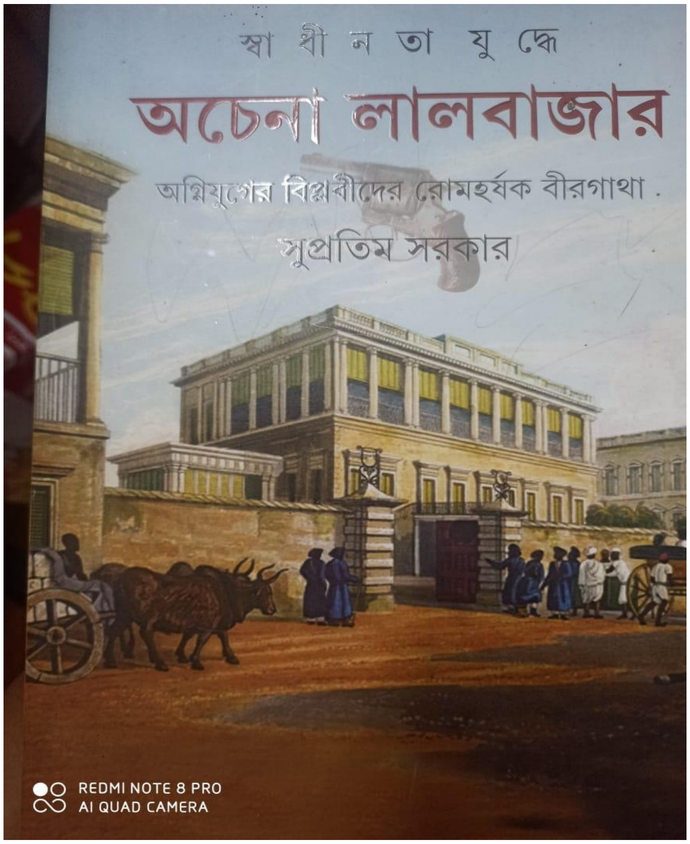

পুস্তকের নাম : স্বাধীনতা যুদ্ধে অচেনা লালবাজার: অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রোমহর্ষক বীরগাথা

লেখক: সুপ্রতিম সরকার

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স

মূল্য: ৩০০ টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ ২০১৮, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০২০

যে সময়ে আমাদের এই বিভাগীয় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে সময়টি আগস্ট মাস আর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কাল। স্বাভাবিকভাবেই কি বই পর্যালোচনা করব সেটা ভাবনা চিন্তা করতেই হাতে এলো একটি অনবদ্য একইসঙ্গে ঐতিহাসিক, একইসঙ্গে অনুপ্রেরণাদায়ী একটি পুস্তক যেটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। বইটির নাম, স্বাধীনতা যুদ্ধে অচেনা লালবাজার, লেখক বিশিষ্ট আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকার মহাশয়।

সাধারণত বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় সমগ্র ভারত তথা বাংলায় যে উগ্র বৈপ্লবিক বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার অনেক ঘটনাই আংশিকভাবে আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়। কিন্তু খুঁটিনাটি রোমহর্ষ কাহিনী গুলো, এর সঙ্গে লালবাজারের কি সম্পর্ক ছিল, পুলিশ প্রশাসন কিরকম ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন বিপ্লবীদের সম্পর্কে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ছিলনা। সেই তথ্য গত অভাব এবং ঘটনার পর্যায়ক্রমের জানবার আগ্রহকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করেছে এই বইটি।

১৯০৬ এর বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই বাংলায় ব্রিটিশ রাজের দমন পীড়ন এর বিরুদ্ধে বাংলার যুবকগন প্রত্যুত্তর দিতে চাইছে সহিংস্র প্রত্যাঘাতে মাধ্যমে। সেই সময় যখন বাংলার বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রীতিতে তীব্র আঘাত হানতে তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের অন্যতম ভরকেন্দ্র লালবাজার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চার্লস টেগার্ট তার সর্বশক্তি দিয়ে এই সশস্ত্র লড়াইকে দমন করতে উদগ্রীব সে এক অচেনা লালবাজার। লালবাজারে ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে বার করে তাকে সুসংবদ্ধ করে বহু অজানা ঘটনা সুসংবদ্ধ করে আত্ম বলিদান এর এক অপূর্ব বিবরণ এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। অভিনব উপায়ে রডা কোম্পানির অস্ত্রলুট, বা বই বোমার মাধ্যমে নির্দয় ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চক্রান্ত বা সিনেট হলে বড়লাটকে গুলি বিদ্ধ করার অকুতোভয় চেষ্টা বা বিশ্বাসঘাতক সতীর্থকে জেলের মধ্যেই হত্যা করার পরিকল্পনা এবং ফাঁসিকাঠকে বরণ করে নেওয়ার বীর গাথাকে অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত করেছেন লেখক। সঙ্গে রয়েছে বিনয়স-বাদল-দীনেশের ঐতিহাসিক রাইটার্স অভিযানের প্রামাণ্য দিনলিপি এ বই একদিকে যেমন স্মৃতি তর্পন তেমনি অন্যদিকে বিপ্লবের জয়গান যা আমাদেরকে দেশাত্মবোধে শুধু উন্নীত করে না, অকুতোভয় বাংলার যুবক বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। বর্তমান ক্ষমতালোভী রাজনীতির পরিমণ্ডলে এই স্বার্থত্যাগী দেশব্রতীদের দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণাদায়ী জীবন যুবসমাজকে বিশেষভাবে আলো দেখাবে বলে মনে হয়। বইটি সকলের পাঠ্য এবং চরিত্র গঠনের এক অনন্য আখ্যান। এটি সংগ্রহ করে রাখার মতই একটি পুস্তক। পুস্তক পর্যালোচনা করতে গিয়ে এবারের প্রাপ্তি আমার অনেক।

কুইজ

পরিবেশনায়ঃ সৌরভ স্বর্ণকার, ষষ্ঠ সেমিস্টার, সাম্মানিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

১। 'সমাজতত্ত্বের' জনক কাকে বলা হয় ?

ক) ম্যাক্স ওয়েবার খ) আগস্ট কোৎ গ) মিচেলস

২। প্লেটোর লেখা গ্রন্থটির নাম কি?

ক) দ্য রিপাবলিক খ) পলিটিক্স

গ) দ্য সিটি অফ গড

৩। KPN আইন প্রণীত হয় কত সালে ?

ক) ১৯৮০ খ) ১৯৮৫ গ) ১৯৭১

৪। পাক ও ভারত সিমলা চুক্তি কবে হয় ?

ক) ১৯৮৬ খ) ১৯৭৩ গ) ১৯৭২

৫। ভারত পাকিস্তান কারগিল যুদ্ধ কবে হয় ?

ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৪৫ গ) ১৯৯১

৬। কোলকাতার প্রথম মেয়র কে হন ?

ক) মতিলাল নেহেরু খ) চিওরঞ্জন দাস

গ) রোশন সিং

৭। সন্দেশ পত্রিকা টি কার রচনা ?

ক) সুকুমার রায় খ) কেশব চন্দ্র সেন

গ) শ্রী অরবিন্দ

৮। গনপরিষদ কবে তৈরি হয়?

ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৪৬ গ) ১৯৪৯

৯। FAO এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক) জেনেভা খ) রোম গ) প্যারিশ

১০। আইন সভার জননী বলা হয় ?

ক) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে খ) মার্কিন আইনসভা

গ) ভারতের আইনসভা কে

১১। বেলগ্রেড সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো?

ক) ১৯৬২ খ) ১৯৬৫ গ) ১৯৬১

১২। কাকে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় সত্যা বলা হয় ?

ক) অধ্যক্ষ খ) মুখ্যসচীব গ) বিচারপতি।

১৩। বৃটেনের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম কি?

ক) লর্ডসভা খ) কমন্স সভা গ) সিনেট

১৪। 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব' কবে গৃহীত হয়?

ক) ১৯৯০ খ)১৯৪৫ গ)১৯৫০

১৫। কিশরী কি ভাষার পত্রিকা?

ক) সংস্কৃত খ) মারাঠি গ) উর্দু

১৬। গান্ধীজিকে 'Half Naked Fakir' বলে কে বিদ্রুপ করেছিলেন?

ক) মুকুন্দ দাস খ) উইস্টটন চার্চিল

গ) সি মার্টিন ।

১৭। বন্দে মাতরম পত্রিকাটি কার রচনা?

ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খ) অক্ষয় কুমার দত্ত

গ) শ্রী অরবিন্দ।

১৮। গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল?

ক) ১৯২০ খ) ১৯৪৬ গ) ১৯৪৮

১৯। জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়?

ক) ৩৫২ খ) ৩৫৬ গ) ৩৬০ নং ধারা অনুযায়ী

২০। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন?

ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) রাজ্যপাল

ষষ্ঠ সেমিস্টার এর গবেষণা প্রবন্ধ নির্ধারিত টপিক ও গবেষকদের তালিকা

Karimpur Pannadevi College

Estd - 1968

P.O.- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741152, W.B.

E. mail -ID: pannadevi.college@rediffmail.com
Website: Karimpurpannadevicollege.in
Email:pannadevicollege@gmail.com
Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Date.......................

Ref No....................

From, The Principal / Teacher in - Charge / Secretary

To Whom It May Concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours (2022-2023) course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha(Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern.

I wish them all success in life.

Group-A

Name of the Students	ID number	Topic of Dissertation
Sourabh Swarnakar	20160023	Social Media and the Public Opinion
Ananya Paul	20160002	Kanyashree Project and Women Empowerment
Shraboni Das	20160019	Self help groups and Women Empowerment
Moumita Ghosh	20160011	Crisis in Education after Covid-19
Sahali Pramanik	20160021	Political Awareness of Rural People
Rahima Khatun	20160014	Sociology of Divorce in Rural Area

08/8/23

Teacher-in-Charge
Karimpur Pannadevi College
P.O.Karimpur,Dist. Nadia

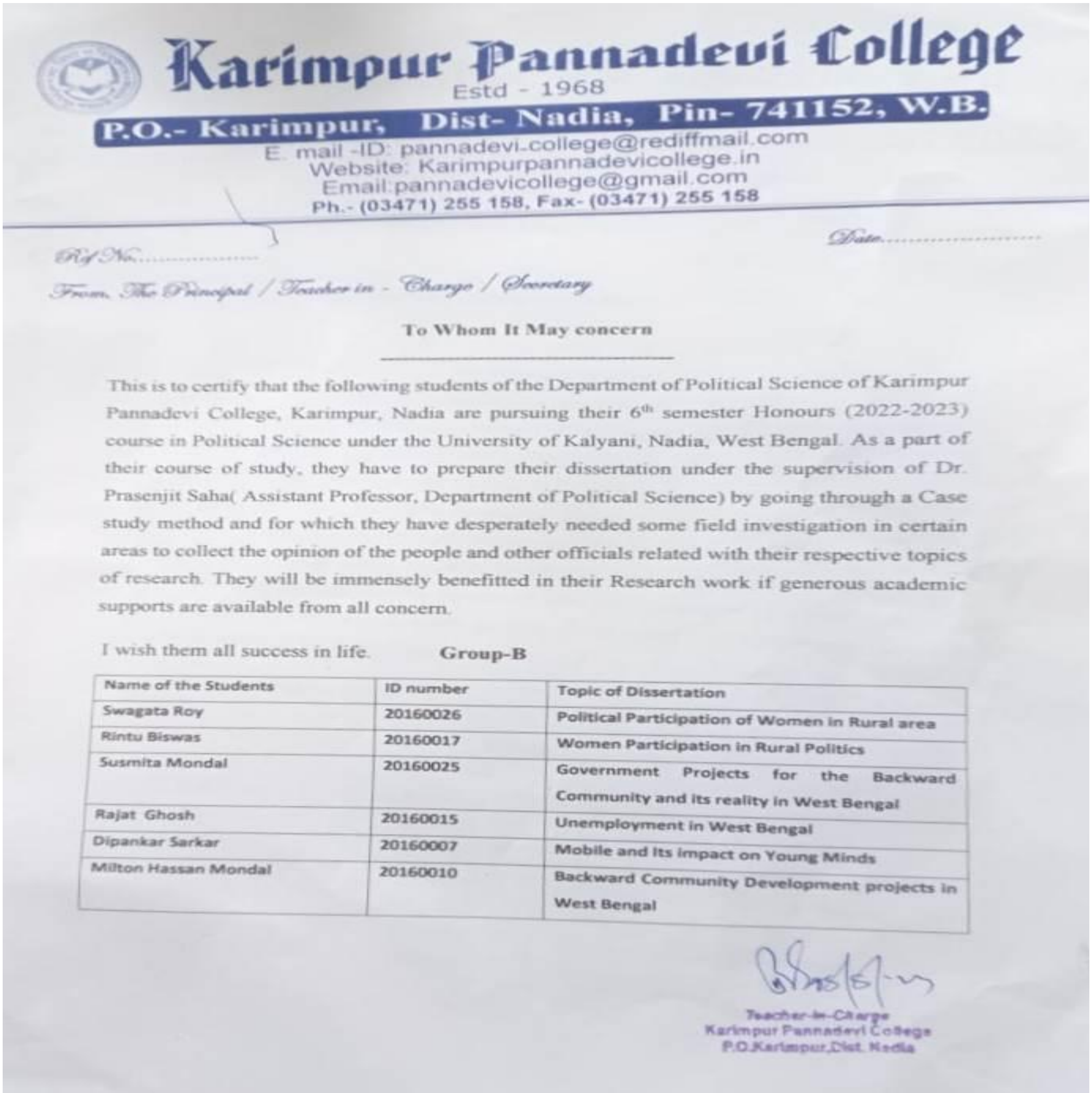

Karimpur Pannadevi College

Estd - 1968

P.O.- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741152, W.B.

E. mail -ID: pannadevi.college@rediffmail.com
Website: Karimpurpannadevicollege.in
Email:pannadevicollege@gmail.com
Ph.- (03471) 255 158, Fax- (03471) 255 158

Ref No.................... Date........................

From, The Principal / Teacher in - Charge / Secretary

To Whom It May concern

This is to certify that the following students of the Department of Political Science of Karimpur Pannadevi College, Karimpur, Nadia are pursuing their 6th semester Honours (2022-2023) course in Political Science under the University of Kalyani, Nadia, West Bengal. As a part of their course of study, they have to prepare their dissertation under the supervision of Dr. Prasenjit Saha(Assistant Professor, Department of Political Science) by going through a Case study method and for which they have desperately needed some field investigation in certain areas to collect the opinion of the people and other officials related with their respective topics of research. They will be immensely benefitted in their Research work if generous academic supports are available from all concern.

I wish them all success in life. **Group-B**

Name of the Students	ID number	Topic of Dissertation
Swagata Roy	20160026	Political Participation of Women in Rural area
Rintu Biswas	20160017	Women Participation in Rural Politics
Susmita Mondal	20160025	Government Projects for the Backward Community and its reality in West Bengal
Rajat Ghosh	20160015	Unemployment in West Bengal
Dipankar Sarkar	20160007	Mobile and its impact on Young Minds
Milton Hassan Mondal	20160010	Backward Community Development projects in West Bengal

Teacher-in-Charge
Karimpur Pannadevi College
P.O.Karimpur,Dist. Nadia

ক্যুইজের উত্তর

১) খ, ২) ক, ৩) ক ৪) গ, ৫) ক, ৬) খ, ৭) ক, ৮) খ, ৯) গ, ১০) ক, ১১) গ, ১২) খ, ১৩) ক, ১৪) গ ১৫) খ, ১৬) খ, ১৭) গ, ১৮) খ, ১৯) ক, ২০) গ

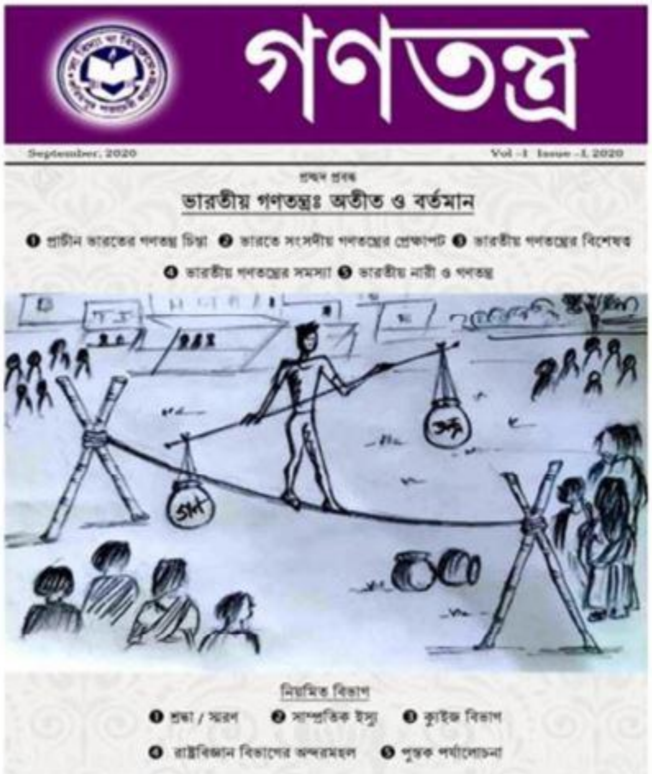
গণতন্ত্র
September, 2020
Vol -I Issue -I, 2020
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
ভারতীয় গণতন্ত্রঃ অতীত ও বর্তমান
নিয়মিত বিভাগ

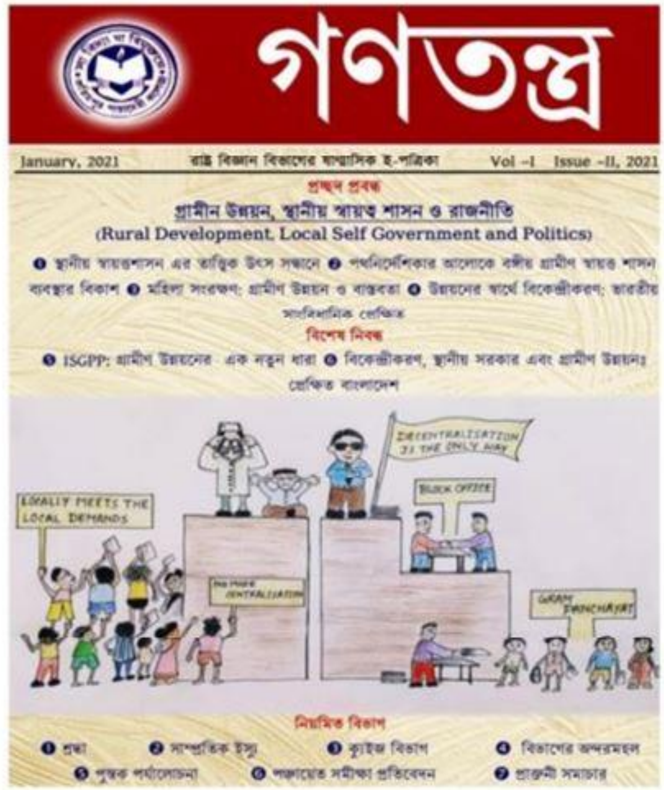
গণতন্ত্র
January, 2021
Vol -I Issue -II, 2021
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
গ্রামীন উন্নয়ন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও রাজনীতি
(Rural Development, Local Self Government and Politics)
বিশেষ নিবন্ধ
নিয়মিত বিভাগ

গণতন্ত্র
For the Students · By the Students · Of the Students
July, 2021
Vol. II, Issue I
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতিঃ সমস্যা ও উত্তরণ
(Environment, Society and Politics: Problems and Prospect)
নিয়মিত বিভাগ
• শ্রদ্ধা
• পুস্তক পর্যালোচনা
• সাম্প্রতিক ইস্যু
• বিভাগের অন্দরমহল
• কুইজ
• প্রাক্তনী সমাচার

গণতন্ত্র
For the Students · By the Students · Of the Students
January, 2022
Vol. II, Issue II
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
'...এবং সুভাষচন্দ্র'
❶ স্বামী বিবেকানন্দের 'মন্ত্রশিষ্য' সুভাষচন্দ্র ❷ সুভাষচন্দ্র বসু ও নেতৃত্বের আদর্শ
❸ তরুণের স্বপ্ন ও সুভাষচন্দ্র ❹ দেশবন্ধু ও দেশনায়ক: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে
❺ সুভাষচন্দ্রের লেখনী ও বাংলা সাহিত্য
ওটেন সাহেব (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) রচিত সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর
কবিতা এবং তার বাংলা তরজমা
নিয়মিত বিভাগ
• শ্রদ্ধা
• পুস্তক পর্যালোচনা
• সাম্প্রতিক ইস্যু
• বিভাগের অন্দরমহল
• কুইজ
• প্রাক্তনী সমাচার

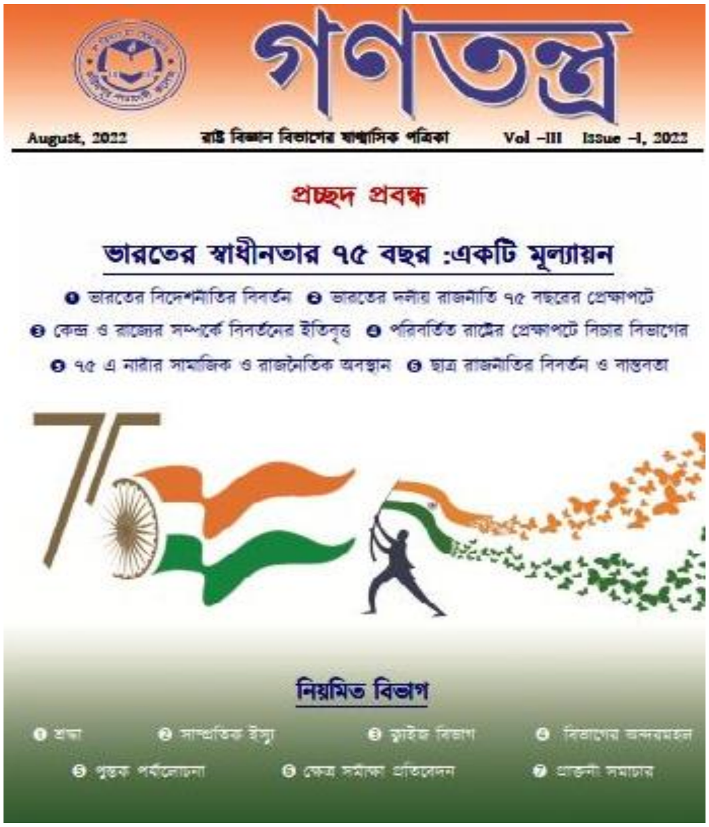
গণতন্ত্র
August, 2022
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক পত্রিকা
Vol –III Issue –I, 2022
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর :একটি মূল্যায়ন
❶ ভারতের বিদেশনীতির বিবর্তন ❷ ভারতের দলীয় রাজনীতি ৭৫ বছরের প্রেক্ষাপটে
❸ কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে বিবর্তনের ইতিবৃত্ত ❹ পরিবর্তিত রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগের
❺ ৭৫ এ নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ❻ ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন ও বাস্তবতা
নিয়মিত বিভাগ
❶ শ্রদ্ধা ❷ সাম্প্রতিক ইস্যু ❸ ক্যুইজ বিভাগ ❹ বিভাগের অন্দরমহল
❺ পুস্তক পর্যালোচনা ❻ ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রতিবেদন ❼ প্রাক্তনী সমাচার

গণতন্ত্র
January, 2023
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক পত্রিকা
Vol –III Issue –II, 2023
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
❶ ভারত - চীন সম্পর্ক ❷ ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক: এক অসামাধানযোগ্য সমস্যা!
❸ ভারত আফগানিস্থান সম্পর্ক: অতীত ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক সম্ভাবনা
❹ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক: সংক্ষিপ্ত বিবরণ ❺ ভারত ও নেপালের সম্পর্ক
❻ ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক ❼ কোয়াড ও ভারত : একটা নতুন সম্ভাবনার সন্ধানে
নিয়মিত বিভাগ
❶ শ্রদ্ধা ❷ সাম্প্রতিক ইস্যু ❸ ক্যুইজ বিভাগ
❹ বিভাগের অন্দরমহল ❺ পুস্তক পর্যালোচনা

ফিরে দেখা.........